গাঙ্গুলী মশাই

ধীরেন্দ্রনাথ দাস

গণ সাহিত্য ভবন

১৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯

প্রকাশক ঃ
নিরঞ্জন বসু
১৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট ঃ
শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর দত্ত

মুদ্রাকর ঃ
নিত্যগোপাল চৌধুরী
জয়হিন্দ প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ।
৪২, আপার সার্কুলার রোড ।
কলিকাতা—৯

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর

শ্রীসরোজকুমার দত্ত

প্রীতিভাজনেষু।

ঃ রচনাকাল ঃ

২৯শে জুলাই, ১৯৫৫ সাল (ঝুলন-যাত্রা)

হইতে

৫ই আগস্ট, ১৯৫৫ সাল।

ঃ প্রথম অভিনয় ঃ

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্ত্তৃক

১১ই কার্ত্তিক, ১৩৬২।

॥ পরিচিতি ॥

মাধব গাঙ্গুলী— পিপল্‌স্ হোসিয়ারী মিলের শ্রমিক। বয়েস পঞ্চাশের কিছু ওপরে। বদমেজাজী, জেদী, অথচ উদার, সরল ও স্নেহশীল। কোন রাজনৈতিক মতবাদের ধার ধারে না সে। অতীত জীবনের ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই তার বিপ্লবী মনোভাবের সৃষ্টি। সর্ব্বদা নেশা করাই তার দুর্ব্বলতা। এই জন্যে তার অনুতাপ আছে কিন্তু লজ্জা নেই। বহুদিন থেকে যাত্রা-থিয়েটারে, অভিনয় করার ফলে একটু নেশা হলে বা উত্তেজনার কালে যাত্রা-থিয়েটারের সংলাপ কথার ভেতর জুড়ে দেওয়ার অভ্যাস।

পরেশ গাঙ্গুলী— মাধবের বৈমাত্র ছোটভাই। মেরুদণ্ডহীন দুর্ব্বল চরিত্রের যুবক। বয়েস ২৭।২৮ বছর।

ভোলানাথ— মাধবের প্রতিবেশী দোকানদার।

মিঃ মুখার্জ্জী— পিপল্‌স্ হোসিয়ারী মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

মিঃ ঝুনঝুনিয়া— ঐ মিলের মাড়োয়ারী অংশীদার।

নকুল চক্রবর্ত্তী— ঐ মিলেব কেরানী।

বিরাজ দত্ত— ঐ মিল ইউনিয়নের সেক্রেটারী।

বদন পরামাণিক—বাস্তুত্যাগী শ্রমিক। অবস্থার বিপাকে স্বার্থপর হলেও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ফাগুয়া—

সুলতান—

কালিকা—　　　মিলের শ্রমিক।

খেদু মিঞা—

সাধু—　　　মাধবের জনৈক প্রতিবেশী।

সুধা—　　　পরেশের মুখরা স্ত্রী। বয়েস ১৯।২০ বছর।

কুট্ট স—　　　মাধবের বৈমাত্র বোন। বয়েস ১১।১২ বছর।



।। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।।

(যাঁদের প্রচেষ্টায় নাটকখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে)

ঃ নেপথ্যে ঃ

প্রযোজনা— ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (রাজাবাজার শাখা)

উপদেষ্টা— শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসরোজকুমার দত্ত।

পরিচালনা— শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনা— শ্রীসীমা দাস।

সঙ্গীত রচনা— শ্রীপরেশ ধর ও শ্রীবাদল চক্রবর্ত্তী।

রূপসজ্জা— শ্রীশিবু ঘোষ।

আবহ সঙ্গীত— সুরমালা অর্কেষ্ট্রা, কালকাতা ; শ্রীঅজিত বসু ও সম্প্রদায়।

মঞ্চ ব্যবস্থাপনা— শ্রীস্মৃতি ধর, শ্রীলক্ষ্মী ধর ও শ্রীসতী ধর।

স্মারক— শ্রীবাদল চক্রবর্ত্তী।

ঃ অভিনয়ে ঃ

(বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন)

মাধব— শ্রীতুষার দাস।

পরেশ— শ্রীশিবু ঘোষ, শ্রীশ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়।

মিঃ মুখার্জ্জী— শ্রীশ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য, শ্রীশান্তি মজুমদার, শ্রীঅজিত রায়।

মিঃ ঝুনঝুনিয়া—	শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেশ মুখোপাধ্যায়।
নকুল চক্রবর্ত্তী—	শ্রীশৈলেশ দত্ত, শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিতোষ সান্যাল, শ্রীশান্তি মজুমদার।
বিরাজ দত্ত—	শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন বসু, শ্রীদিবাকর দত্ত।
ভোলানাথ—	শ্রীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন দাশ চৌধুরী।
বদন—	শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅসিতবরণ চক্রবর্ত্তী।
কালিকা—	শ্রীউমাপ্রসন্ন মৈত্র, শ্রীরাখাল রক্ষিত, শ্রীশিবসাধন চক্রবর্ত্তী।
সুলতান—	শ্রীনন্দগোপাল ঘোষ, শ্রীঅমরেশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ দেব।
ফাগুয়া—	শ্রীঅমর চক্রবর্ত্তী, শ্রীনির্ম্মল ঘোষ।
খেদু—	শ্রীমৃণাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীসমীর ঘোষ, শ্রীনিরঞ্জন বসু,
সাধু—	শ্রীরণজিত দত্ত।
সুধা—	শ্রীসীমা দাস।
কুট্রুস—	কুমারী চিত্রা ঘোষ, কুমারী মিনতি দে সরকার।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৭ সাল।
৮৫, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা—৯

বিনীত—
নাট্যকার।

প্রথম অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[একখানা জীর্ণ শীর্ণ ঘরের দাওয়ায় বসে মাধব গাঙ্গুলী মদ পান করছিল। গ্লাসের অবশিষ্ট অংশটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে একটি বিড়ি ধরায়। তার পর বিড়িটাতে ঘন ঘন কয়েকটা টান মেরে কি ভেবে যেন মদের বোতল ও গ্লাসটি একটি মুখকাটা কেরোসিনের টিনের ভেতরে লুকিয়ে কুট্টুসকে ডাকতে থাকে।]

মাধব। কইরে কুট্টুস, তোর হল কি। কুট্টুস—কুট্টুস—

[[illegible] কাছে এসে দাঁড়ায়, [illegible]]

মাধব। ঘরে মুড়ি-টুড়ি নেই কিছু।

[illegible] নিরুত্তর]

মাধব। (হেসে) ও নেই বুঝি। তা অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। তুই বরং একটু নুন দিয়ে যা।

([illegible] বালিশ [illegible] এক করে কাগজে [illegible] নুন এনে মাধবের কাছে রাখে)

মাধব। এখানে বস। তারপর শোন্, সেদিন যে গানখানা গাইছিলি গা'তো।

([illegible] ইশারা করে ঘর দেখায়)

মাধব। কোন ভয় নেই, তুই গা'।

কুট্টুস। বৌদি বললে ঘুঁটেওয়ালা ডেকে আনতে।

মাধব। সে হবে'খন, কৈ আরম্ভ কর। ঐ যে গাইছিলি সোনার বরণ রাজকন্যের গান।

(কুট্টুস একটু ভয়ে ভয়ে গান আরম্ভ করে। মাধব মুগ্ধভাবে মাথা নাড়ে ও আস্তে আস্তে হাতে তাল দেয়)

গান

কুট্টুস।

সেথা ফুল ফোটে না,
বনে পাখী ডাকে না,
প্রাণে গান জাগে না,
সেথা রাজপুরীতে দানবদের পাহারায়
সোনার বরণ রাজকন্যে ঘুমায় ;
তার ঘুম ভাঙ্গে না·········

মাধব। (গান শেষ না হতেই মাধব যেন অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলতে থাকে) বাঃ বাঃ বাঃ—। জনমানব শূন্য রাজার রাজত্ব। গাছে পাখীটি পর্যান্ত নেই। খাঁ খাঁ করছে শূন্যতা—আর তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল রাজপ্রাসাদ, যার ভেতরে দানবের পাহারায় সোনার বরণ রাজকন্যে অচেতন হয়ে রয়েছে! কৈরে থামলি কেন—গা'না।

কুট্টুস। (আবার গাইতে সুরু করে)

দৈত্যেরা এসে হানা দিয়ে দেশে
রাজ-প্রাসাদখানি কেড়ে নিয়েছে।
রাজাকে রাণীকে হত্যা করে যে
রাজ-কুমারীকে বন্দী করেছে।
তারা যে যাদু করে ঘুম পাড়িয়েছে।

সোনার কাঠি পায়ের কাছে,

রূপোর কাঠি শিয়রে আছে,

প্রজারা মুক্তির দিন গণে হায়..... ...

মাধব। (আবার বাধা দিয়ে বলতে শুরু করে) কী ভীষণ ষড়যন্ত্র! কোথা থেকে দৈত্য-দানব এসে রাজা ও রাণীকে হত্যা করল, আর দাসীবৃত্তি করার জন্যে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলো রাজকুমারীকে। হাহাকারে দেশ গেল ছেয়ে, প্রজারা পালাতে লাগলো দেশ থেকে দেশান্তরে; আবার কেউবা গুণে যেতে লাগলো দেশের মুক্তির দিন। হায়রে!

(কুটুস রেগে উঠে দাঁড়ালে মাধব ধরে ফেলে)

মাধব। আঃ—আবার গান থামিয়ে চললি কোথায়?

কুটুস। (বিরক্তভাবে) ও রকম কথা বললে কি গান হয়?

মাধব। (হেসে) না আর বলব না। লক্ষ্মী বোনটি আমার, আরম্ভ কর।

(গান)

কুটুস।

পথের ধূলো উড়িয়ে

ঢাল তলোয়ার উঁচিয়ে,

রাজার কুমার পক্ষীরাজে এল,

প্রজারা সব সাহস ফিরে পেল।

একসাথে দানবদের নিধন করে,

কুঞ্জকানন ফুলে ফুলে উঠলো ভরে।

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি

এদিক ওদিক ঘুরিয়ে

রাজার কুমার রাজকুমারীর ঘুম ভাঙ্গালো।

আমার কথাটি ফুরলো,

নটে গাছটি মুড়লো—

খোকন আমার………

(মাধব আবার বাধা দিয়ে বলতে থাকে। কুটুস রেগে গিয়েও হেসে ফেলে।)

মাধব। চমৎকার! চমৎকার!! রাজার কুমার পক্ষীরাজে চড়ে উড়ে এলো সেই নির্জ্জন দেশে। অত্যাচারী শোষণকারী দানবদের কৌশলে হত্যা ক'রে উদ্ধার করলো রাজকন্যাকে। দানবের রক্তে লালে লাল হয়ে গেল সারা দেশটা। কাঁতারে কাঁতারে মানুষ ফিরে এলো তাদের সাধের জন্মভূমিতে। রাজকুমারের জয়গান মুখরিত হতে লাগলো দিক্ থেকে দিগন্তরে।

[সহসা নেপথ্যে ডাক শোনা যায় "গাঙ্গুলী মশাই আছেন" "ঠাকুর ভাই আছেন"]

মাধব। (বিরক্তভাবে) কে—দেখতো কে ডাকছে।

(কুটুস বাইরের দরজায় চুপি দিয়ে ফিরে এসে)

কুটুস। তোমাদের মিলের লোক।

[নেপথ্যে ফাগুয়া—"ঠাকুব ভাই আছেন"]

[মাধব দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে]

মাধব। ওরে কার কণ্ঠস্বর! ওরে—ওরে—কার কণ্ঠস্বর!!

[কুটুস বাড়ীর ভেতরে চলে যায়—এদিকে বিরাজ দত্ত, কালিকা ও ফাগুয়া প্রবেশ করে]

মাধব। (বিরাজ দত্তকে দেখে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়) আরে—দত্তবাবু যে, আমি ভেবেছিলাম—

বিরাজ। —আর কেউ, কেমন? আর তাই ভেবে অ্যাক্টিং সুরু করেছিলেন।

মাধব। (হাসি মুখে) বস দত্তবাবু। আর বস, তোমরাও বস।

(দত্তবাবুকে নিজের পাশে বসতে দিয়ে আরেক-খানা ছোট ছেড়া মাদুর দাওয়া থেকে আনতে যায়)

ফাগুয়া। থাক্ ঠাকুর ভাই, হামি আনিয়ে লিই।

(ফাগুয়া মাদুর এনে দাওয়ায় বসে। কালিকাও ফাগুয়ার পাশে বসে পড়ে)

বিরাজ। গাঙ্গুলীমশাইর নাটকতো তোমরা দেখনি, আমি দেখেছি। তাই ভাব উঠলে বীররস, হাস্যরস, করুণরস, সবই মনে ভেসে ওঠে।

মাধব। না না দত্তবাবু, নাটক-যাত্রা জীবনে বহু করেছি; এখন আর ও সমস্ত মনে আসে না। আরে জীবনটাইতো একটা নাটক! এখন সেই নাটক নিয়েই আছি। নিজেই অভিনেতা আবার নিজেই শ্রোতা। নিজেকে নিয়ে নিজেই মশগুল!

ফাগুয়া। (হাতের খৈনি টেপা বন্ধ রেখে) আরে বাঃ বাঃ বাঃ কেয়া তোফা অ্যাক্টিং করতা হ্যায়। শুনিয়ে দত্তবাবু।

কালিকা। সেদিন ছোটবাবুকে যা' একখানা অ্যাক্টিংয়ের প্যাচ্ শুনিয়েছে—

বিরাজ। ছোট বাবুকে?

কালিকা। হাঁ; ছোটবাবু সে প্যাচ্ মরলেও ভুলবে না। (ফাগুয়াকে) কিরে ফাগুয়া, তুইইতো বলেছিলি সে কথা। বল্‌না।

ফাগুয়া। বলছি। (খৈনি মুখে পুড়ে খানিকটা থুথু ফেলে) সেদিন, যেদিন সভা কোরে ষ্ট্রাইক হোবে ঠিক হোলো, হামি ভাউচার সহি করিয়ে নীচে আছতেছি—ঠাকুর ভাই ছোট বাবুকে বললে "জানভি দেবে অস্তর ভি চালাবে—"

মাধব। (রেগে গিয়ে) "জানভি দেবে" বুদ্ধু কাহাকার। আবার অ্যাক্টিং শুরু করেছে। বলি খৈনি খা—অ্যাক্টিং করতে হবে না।

(বিরাজ ও কালিকা হেসে ওঠে)

ফাগুয়া। হাঁ হাঁ হামিতো বুদ্ধু আছে—লেকিন্ তুমি বোলো না।

বিরাজ। না না, থাক এ আলোচনা।

মাধব। তবে শোন দত্তবাবু। যেদিন Strike হবে ঠিক হয়ে গেল, সেদিন সিঁড়ির গোড়ায় ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা। বললে "গাঙ্গুলীমশাই বিশেষ দরকারী কথা ছিল।" বললুম, বলুন। তখন ছোট বাবু বললে "বিশেষ গোপনীয়, আমার চেম্বারে একটু যেতে হবে"। আমি কিন্তু বুঝে ফেলেছি তখন। বললুম, এখন আর কোন গোপনীয় কথা থাকতে পারে না। (অভিনয়ের ভঙ্গীতে) 'দেখা হবে রণক্ষেত্রে অসিতে অসিতে।'

(সকলের উচ্চহাসি, মাধব গাঙ্গুলীও হাসতে থাকে।)

বিরাজ। যাকগে, এখন কাজের কথা হোক। পরেশ কোথায়?

মাধব। ভোর না হতেই বেরিয়েছে। ইউনিয়ন অফিসে যায়নি?

ফাগুয়া। পোরেচ বাবু কি এখন আর কুঠিতে থাকবে। যেমন বোদন বাবুর ছঙ্গে মোলাকাত কোরতেছে—কোন দিন গোনেচ ভি উল্টিয়ে দেবে।

মাধব। (ঈষৎ তপ্তস্বরে) কি, কার সঙ্গে মোলাকাত করছে বললি—আর কি উল্টাবে?

কালিকা। (থতমত খেয়ে) গণেশ উল্টাবার কথা বলছে। মানে বদনের সঙ্গে মেলামেশা করে Strike টা না ভেঙ্গে দেয়; এই আরকি।

বিরাজ। সত্যি গাঙ্গুলী মশাই, পরেশ বদনের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ করছে, কে কে বলছিল।

মাধব। (চাপা ক্রোধে) দেখ দত্ত বাবু, বদন পরামাণিক, জাতে নাপিত। সে বেইমান হতে পারে; কিন্তু পরেশ বামুনের ছেলে। বেইমান আমাদের বংশে কখনো হয়নি বা হবেও না।

বিরাজ। (প্রসঙ্গটা এড়াতে চেষ্টা করে) না না সে কথা বলছি না। মানে আমরা তো আপনাদের দুটি ভাইকে চিনি; তবে সাধারণ মজুরেরা ওরকম মিশতে দেখলে—

মাধব। —মজুরদের বলে দিও যে, পরেশ মাধব গাঙ্গুলীর অন্ন খেয়ে মানুষ—গাঙ্গুলী বংশের ছেলে। তেলি, সাহা, নাপিতের সন্তান পরেশ নয়।

বিরাজ। (থতমত খেয়ে) না না এ কথাটা আপনাকে withdraw মানে তুলে নিতে হবে। কারণ, এই যে আমাদের কালিকা কুণ্ডু আছে—

কালিকা। না দত্তদা, ঠাকুরভাই ঠিকই বলেছেন। বামুন—ওরে বাবা দেব্‌তা! (কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে) তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা!

মাধব। (ম্লান হেসে লুকোনো মদের বোতল ও গ্লাস বের করে) দত্ত বাবু দ্রব্যগুণ! ভাবের আবেগে কথা বলি; আমারও কি ছাই দিশে থাকে।

বিরাজ। (হেসে) এই ব্যাপার, তাইতো ভাবছি—

মাধব। ভাবনার কিছু নেই দত্ত বাবু। মাধব গাঙ্গুলী মাতাল বটে, কিন্তু এ জিনিসটার অন্নপ্রাশন আজ হয়নি, সে প্রায় তিরিশ

বছর আগে। কাজেই জ্ঞান সে হারায় না। কা'কে কি বলতে হয়—

বিরাজ (বাধা দিয়ে) আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছিলাম—

মাধব। শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র ছিলেন গুহক চণ্ডাল। আজ আমার শুধু মিত্র নয়, ইষ্টদেবতা হবে সেই লোক, যে বেইমানী না করে ইউনিয়নের নির্দ্দেশ মেনে নেবে; অক্লান্ত পরিশ্রম করে জয়যুক্ত করবে আমাদের সংগ্রামকে। সে যে জাতেরই হোক্ তার স্থান হবে আমার মাথায়। কিন্তু যে বেইমান, বিশ্বাস-ঘাতক, সুবিধেবাদী, সে কুলীনসন্তান হলেও মাধব গাঙ্গুলী তাকে ঘৃণা করবে কৃমিকীটের মতন।

ফাগুয়া। ইয়েতো সাচ্চি বাৎ হ্যায়—কি বোলেন কোমরেড।

বিরাজ। পরেশতো নেই। যাক্, এ ধরুন আপনাদের দু'ভাইয়ের পাঁচটাকা। (পোর্টফলিও ব্যাগ থেকে একখানা ৫৲ টাকার নোট বের করে মাধব গাঙ্গুলীর হাতে দেয়)

মাধব। (বিরক্তভাবে টাকা হাতে নিয়ে) মাত্র পাঁচটাকা! কাল বলে এলাম আমার মাল খাওয়ার খরচ একটা আলাদা—

বিরাজ। —বলেছিলেন, কিন্তু কমিটির অনেকে আপত্তি করেছে।

ফাগুয়া। আরে ভাই যব্‌তক্ strike চোলবে, এক ছটাক, আধছটাক পিও।

কালিকা। (মাধবের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে) তুই থাম্ ফাগুয়া।

বিরাজ। আপনি বুদ্ধিমান লোক, সবইতো বোঝেন। তা'ছাড়া আজ ধরুন মাসের ১২ তারিখ শেষ হতে চলল; বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে এ পর্য্যন্ত এসেছে ২২৬৲ টাকা। আর কৌটা

কালেকশন হয়েছে ১৪০৲ টাকা। এ টাকা দিয়ে মিলের সবাইকে কিছু কিছু করে দিলে—

মাধব। —অত কথা শুনতে চাই না দত্তবাবু। মাল আমার চাই। আর সে কথাতো strike এর আগেই বলেছি। কি করবো, আমি কি বুঝিনে এ আমার বদ অভ্যোস্।

ফাগুয়া। দারু উরু পিনা এখন বন্ধ কোরো ঠাকুরভাই। বড় খারাপ জিনিস আছে।

কালিকা। (ফাগুয়াকে) থাক্ হয়েছে। (বিরাজকে) চলুন দত্তদা, রতনের বাড়ী নাকি যেতে হবে।

বিরাজ। হ্যাঁ চল। গাঙ্গুলীমশাই একটু সঙ্গে আসুন। রতনকে না পেলে ওর বৌকে টাকাটা দিয়ে দেবেন। আপনিতো চেনেন।

মাধব। কেন, ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে আনতে পারে না।

বিরাজ। (উঠে দাঁড়ায়) কীইবা সাহায্য। এতে দুদিনওতো চলে না। তাই পেটের ধাঁধাঁয় ঘুরছে হয়তো।

[বিরাজ ও কালিকা প্রস্থানোদ্যত]

মাধব। (মদের বোতল ফাগুয়াকে দেখিয়ে) কিরে চলবে এক চুমুক।

ফাগুয়া। (বিরাজ ও কালিকার গতিপথের দিকে লক্ষ্য করে জিব কেটে) না—না—না, ওছব হামি খায় না।

মাধব। তোমরা এগো কালিকা—আসছি।

(বিরাজ ও কালিকা প্রস্থান করে। ফাগুয়াও মন্থরগতিতে তাদের অনুসরণ করে। গাঙ্গুলী উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়। একপলকের মধ্যে পা টিপে টিপে ফাগুয়া ফিরে আসে এবং দাওয়া থেকে মদের বোতলটির

ছিপি খুলে এক নিশ্বাসে অবশিষ্ট অংশটুকু পান করে। গাঙ্গুলী মশাই ফাগুয়ার কাণ্ড দেখে নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

ফাগুয়া। (চাপা গলায়) একমুঠো মুছুর ডাল দেবে ঠাকুর ভাই।

মাধব। (হাসিমুখে) কেনরে।

(পরেশের প্রবেশ)

ফগুয়া। মুখের বাস্ কমে যাবে। (পরেশকে দেখে) থাক্ ওছব লাগবে না। চল।

মাধব। (ফাগুয়ার ভাবগতিক লক্ষ্য করে হো হো করে হেসে ফেলে। শূন্য বোতলটি একপাশে রেখে) চল্—চল্।

(মাধব ও ফাগুয়া চলে যায়। পরেশ বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে' কপালের ঘাম মুছে নেয়। মনে হচ্ছিল যেন খুব ক্লান্ত সে)

পরেশ। কুট্টুস—কুট্টুস—(ঘর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে পরেশ রেগে যায়। তাই কর্কশকণ্ঠে তৃতীয়বার ডাকে)

পরেশ। কুট্টুস!

(সুধার প্রবেশ)

সুধা। বাড়ীতে বুঝি পা দিয়েছো!

পরেশ। আস্তে ডাকলেতো আর কানে কথা যাবে না।

সুধা। যে সংসার তাতে অন্ধ বা কালা হওয়াই ছিল ভালো। দেখতেও হত না, আর শুনতেও হত না।

পরেশ। থাক্ বাবা, ঘাট হয়েছে; তুমি আর নিজমূর্ত্তি ধারণ করোনা।

সুধা। হাঁ, আমার তো সব কিছুতেই দোষ, আর সেতো বিশেষ করে তুমিই দেখতে পাও। বলি দত্তবাবু যে এইমাত্র পাঁচটা টাকা দিয়ে গেলেন, সে টাকা নিয়েতো তোমার মহাদেব দাদা

বেরোলেন ; তারপর টাকা ক'টা খুইয়ে যখন টলতে টলতে বাড়ীতে আসবেন—

পরেশ। (বাধা দিয়ে) আস্তে সুধা আস্তে, কেউ শুনতে পাবে।

সুধা। আহা—হা—গোপন কথা প্রকাশ করছি কিনা যে লোকে কলঙ্ক দেবে !

পরেশ। দাদা যাই থাকুন, কিন্তু তার ওপর তোমার শ্রদ্ধার বহরটা শুনলে তোমাকে বাহবা দেবেনা নিশ্চয়।

সুধা। আমাকে না দিক তোমাকেতো পাড়ার পাঁচজনে দিচ্ছে।

পরেশ। কি, বাড়ীতে থাকতে দেবে না যাব।

সুধা। উচিত কথা তুমি কেন, অনেকেই সইতে পারে না। তা' না হলে যার স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, সে যদি সংসারটা লুট করে—আর তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলেই যদি দোষ হয়—সে দোষ আমি চিরকাল করবো।

পরেশ। দাদা রোজগার করে' খরচ করে, আমার পয়সা নয় জেনে রেখো।

সুধা। বেশ তো, মদ গিলে যখন বাড়ী ফিরবে তখন পাঁচটা টাকার হিসেব—

পরেশ। (বাধা দিয়ে বিরক্তভাবে) আচ্ছা সুধা, তোমায় বহুদিন বলেছি দাদার সম্পর্কে সসম্মানে কথা কইতে আর—

সুধা। (বাধা দিয়ে চোখ টেনে) কোন্ দুঃখে ?

পরেশ। (রেগে গিয়ে) এই দুঃখে যে, দাদা না থাকলে আমি ভেসে যেতাম, আর মুহুরীমশাইও কন্যাদায় থেকে রক্ষা পেতেননা।

সুধা। বাপ-মা তুলে কথা বলোনা বলে দিচ্ছি। আমার বাবা উকিলের মুহুরী হলেও তোমাদের মতন কালীমাখা কুলী নন্।

পরেশ। (ঘরে যাচ্ছিল, সুধার কথায় এগিয়ে এসে) কুলী নন সত্যি, কিন্তু মক্কেলগুলোকে পকেটে পিন্ এটে কাছে যেতে হয়।

(পরেশ ঘরে যায়। সুধা পরেশের উদ্দেশ্যে কাঁদোকাঁদো স্বরে)

সুধা। তুমি আমার বাবাকে পকেটমার বলছ! বলি এ অহঙ্কার কিসের শুনি? ঘরের মাগকে যে খেতে দিতে পারে না তার এতো তেজ কিসে। এক বছর বিয়ে হল, এর ভেতরে নিজেদের দেয়া ব্রোঞ্জের চুড়ি চারগাছা বেচে খেয়েছো দুঃখ নেই, কিন্তু পকেট মারের দেয়া কানের দুল দুটো বাঁধা দিয়ে খেতে লজ্জা হয়নি। পকেট মার! পকেট মার!!

(গলায় খাকানি দিয়ে মাধব গাঙ্গুলী প্রবেশ করে। মুখখানা যেন মলিন হয়ে গেছে। সুধা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে প্রস্থানোদ্যতা)

মাধব। বউমা, শোন।

(সুধা বারান্দায় একপাশে দাঁড়ায়। মাধব একপলক দেখে সামনের দিকে মুখ করে বসে বলতে থাকে)

এতদিন বলবো বলবো করেও বলতে পারিনি। কারণ, নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ি। যাক্ শোন। আমার জীবনটা বড্ড আঁকাবাঁকা। মা আমাকে রেখে স্বর্গে গেলেন; বাবা আবার বিয়ে করে নতুন মাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে ঘর বাঁধলেন। আমি তখন একা; বয়স চোদ্দ বছর। একেবারেই ভেসে যেতাম, তবু এই মিলে ঢুকে কোন প্রকারে জীবনটা বেঁচে গেল। বেঁচেই রইলাম, কিন্তু মানুষ হতে পারলাম না। দিবারাত্র হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষে পেতাম

নানা রকমের সংসর্গ। কাজেই খাটুনি লাঘবের জন্যেই হোক্, আর সংসর্গ দোষেই হোক্, ঐ বয়সেই নেশা করতে শিখে গেলাম।

(সুধা প্রস্থান করে। মাধব গাঙ্গুলী তা' লক্ষ্য না করে বলে যেতে থাকে)

আজ সবাই নিন্দে করে, ঘৃণা করে, আমিও নিজকে নিজে ঘৃণা করি ; কিন্তু উপায় নেই বৌ-মা, নেশা করা আর কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যাদের জন্যে আমার এ উচ্ছৃঙ্খলতা, সেই মালিকপক্ষও আমায় বিদ্রূপ করে বলে 'মাতাল'।

আজ তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে এসব দেখছো—এটা যে আমার গৌরবের নয় তা' আমি বুঝি, তা'ছাড়া একথা তোমায় আমার মুখ দিয়ে বলতে হচ্ছে বলে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। আজ মাটির সঙ্গে মিশে যেতেই পারবো, কিন্তু এমন হতভাগা আমি যে নেশা করা কিছুতেই ছাড়তে পারবো না!

যাক্ যে কথা বলবো ভেবেছি ; Strike চলছে। কত অভাব, কত অনটন। তাই আজ তোমার কাছে চাইছি বৌমা—

(পিছনে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। মাধবের মুখখানা হতাশায় নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে।)

(মুখ থেকে বেরিয়ে আসে) ও!

পর্দা

প্রথম অঙ্ক

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[পিপলস্ হোসিয়ারী মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ মুখার্জ্জীর দ্বিতলের বসবার ঘর। মিঃ মুখার্জ্জীর বয়স ৩০।৩১ বছর, নিজের পদমর্য্যাদা সম্পর্কে সে সচেতন।

ঘরের ভেতরে আসবাবপত্র তেমন নেই বললেই চলে। মাঝখানে ১ খানা টেবিল ও তার তিনপাশে সাধারণ কয়েক খানা চেয়ার। ঘরের একপাশে ১ খানা ছোট বেঞ্চ এবং আরেক পাশে একখানা ইজিচেয়ার ও একটি টিপয়।

বাড়ীখানা রাস্তার পাশে বলেই জানালার কাছে দাঁড়ালে রাস্তার প্রায় সবকিছু দেখা যেত। সকালবেলা। জানালা দিয়ে সূর্য্যের সোণালী আলো এসে ঠিকরে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে একটি মিছিল—"ইনক্লাব জিন্দাবাদ", "আমাদের দাবী মানতে হবে", "ছাঁটাই করা চলবে না" ইত্যাদি বলতে বলতে যাচ্ছিল। মিঃ মুখার্জ্জী তার প্রাতঃকালীন পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানছে। মনে হয় যেন কি ভাবছিল। তার পেছনে দাঁড়িয়ে মিলের কেরানী নকুল বকেই যাচ্ছে]

নকুল। ঐ যে, ঐ যে Sir লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে কালো বেঁটে মত লোকটা—ওটা নূতন আমদানী। আর ঐ যে হাত নেড়ে নেড়ে গলা ফাটাচ্ছে—ওকে চিনলেন Sir ?

(মিঃ মুখার্জ্জী নির্ব্বাক)

নকুল। Purchasing Department-এর মেঘনাথ পাল। আর ঐ যে সামনে চলেছে—দেখুন Sir দেখুন, —শ্রীবিরাজ দত্ত।

(মিছিল চলে যায়। মিঃ মুখার্জ্জী পায়চারী করতে থাকে)

মুখার্জ্জী। হুঁ, বসুন নকুল বাবু।

(মিঃ মুখার্জ্জীর উদাসীনভাব লক্ষ্য করে নকুল চক্রবর্ত্তী যেন উৎসাহহীন হয়ে পড়ে)

নকুল। (চেয়ারে না বসেই) দেশটা দিনের পর দিন কি যে হতে চলল Sir। আজ মনে পড়ে আপনার বাবা মানে, বড়বাবুর কথাটা। কাশীতে যাবার আগে একদিন বলেছিলেন, নকুল মান-ইজ্জত নিয়ে সড়ে পড়ি। মেথর, চামাড়, মুর্দ্দোফরাস পাশে এসে চেয়ারে বসবে. এ দেখার আগে যেন বাবা বিশ্বনাথের পায়ে শেষ নিশ্বাসটা ত্যাগ করতে পারি।

মুখার্জ্জী। আচ্ছা, এই সকালবেলা Processionটা চলেছে কেন বলতে পারেন। আর গেলইবা কোথায় ?

নকুল। (একটু উৎসাহিতভাবে) কেন ষ্টেশনে। গতকাল বলিনি কোন্ এক নেতা নাকি আসছে কলকাতা থেকে।

মুখার্জ্জী। ও। (সিগারেট টানতে টানতে পায়চারী করে)

নকুল। বলি এক হনুতে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর! কিচ্ছু ভাববেন না Sir। গাঙ্গুলী Brothers-এর একটাকে কাঁৎ করতে পারলে কম্‌ছে কম পঞ্চাশ জন Practical hand একেবারে পপাত ধরণীতলে।

মুখার্জ্জী। তবে কথা হচ্ছে গাঙ্গুলীরা কড়িবরগা দিয়ে আঁটা লোহার বিম্।

নকুল। (মাথা মাথা হাসিতে) Silver tonic-এর Nitric acid-এ ক্ষয়ে যেতে কতক্ষণ Sir !

(নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দ)

মুখার্জ্জী। কে কড়া নাড়ছে না ?

নকুল। হাঁ Sir।

মুখার্জ্জী। দেখুনতো কে।

(নকুলের প্রস্থান এবং ক্ষণকাল পরেই ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

নকুল। সোনায় সোহাগা Sir। Junior Ganguly মানে পরেশ গাঙ্গুলীকে নিয়ে বদন এসেছে।

মুখার্জ্জী। (মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। একপলকে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলে) পরেশ গাঙ্গুলী ? আচ্ছা বেশ আপনারা একটু দর কষাকষি করুন ; আমি একটু পরে আসছি। মানে Tempoটা দেখবেন ; আপনাকেতো বলার নেই কিছু।

(বিজ্ঞের মত হেসে নকুল প্রস্থানোদ্যত)

মুখার্জ্জী। শুনুন।

(নকুল ফিরে দাড়ায়)

মুখার্জ্জী। আজ এই গাড়ীতে মিঃ চতুর্ভুজ ঝুনঝুনিয়া মানে আমাদের মিলের অপর Partner আসছেন। এলেই খবর দেবেন।

(মিঃ মুখার্জ্জী বাড়ীর ভেতরে ও নকুল বাইরে প্রস্থান করে)

(নকুল ও বদন পরামাণিকের প্রবেশ)

বদন। কৈ, ছোটবাবু কৈ ?

নকুল। ওপরে আছেন।

বদন। (বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে) আসেন, আসেন পরেশবাবু।

(পরেশ গাঙ্গুলীর প্রবেশ)

নকুল। বসুন পরেশবাবু। আর তুমিও বস বদন।

(পরেশ চেয়ারে ও বদন বেঞ্চে বসে)

নকুল। তারপর, Procession থেকেই কি এলেন ?

পরেশ। না, আমি আজ আর বেরুইনি।

বদন। আইজ্ঞ্যা বাইর হওনের কি সময় দিছি ? ক্যাক্ কইরা ধইরা সোজা এইখানে। হুঁ হুঁ বদনের আড়ি মেকুরেও হাইর মানে।

নকুল। মেকুর ?

বদন। বুঝলেন না বুঝি। আরে মশয় বিড়াল ; আমাগ' বিক্রমপুরে মেকুর কয়।

(বদনের কথায় সবাই হেসে ফেলে)

নকুল। তারপর, কি চিন্তা করলেন ?

পরেশ। কি বিষয় ?

নকুল। বদন, বলোনি ওকে কিছু ?

বদন। আরে মশয় বলি নাই। কাউলকার থিকা পক্ষী পড়াইবার মত পড়াইত্যাছি। ময়না না হইয়া গাছের কাক হইলেও এতক্ষণে কিষ্ট নাম কইতো।

নকুল। তবে আর কি, ঠিক করলেন কিছু।

পরেশ। হাঁ করেছি।

নকুল। (আগ্রহান্বিত হয়ে) কি ?

পরেশ। ইউনিয়নের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

নকুল। (ভ্রূকুঞ্চিত করে) তা'হলে কি মুখ দেখাতেই নিয়ে এলে বদন ?

বদন। মশয়, আপনে বাঁচলে বাপের নাম। আউজগা ৬০৲ টাকা পাইতাছেন; একঠেলায় হইবো ১০০৲ টাকা। তারপর—

পরেশ। —বুঝি, কিন্তু সম্ভব নয়।

নকুল। এতে আপত্তির কি থাকতে পারে বুঝতে পারছি না পরেশ বাবু। ঐ যে আফিসের উত্তর পাশে বড় বাড়ীটা হচ্ছে, ওখানে বসবে তাঁতের মেসিন। আর তার পাশেই Asbestus-এর Shed-এ বসবে Spinning মেসিন। দেখবেন, আসছে মার্চ্চের ভেতরেই এই হোসিয়ারী মিলের সঙ্গে কটন-মিলও চালু হবে। এখন যদি সুপারভাইজরী পোষ্টটা পেয়ে যান, মিল বড় হলে কি নূতন সুপারভাইজর নেয়া হবে? কক্ষনো না। আর—তখন মাইনে হবে চার-পাঁচশ' টাকা। তা'ছাড়া Quarter, মানে বাসা পর্য্যন্ত পাবেন।

পরেশ। আমায় মাপ করবেন—অন্য কথা থাকেতো বলুন।

বদন। হ্যাখেন, আপনে গো ঐ মাপ করবেন কথাটা য্যান্ হলুদ-মরিচের গুড়ি। মুখে লাইগাই আছে। আপনার ঐ একটানা কথাটা কি ছাড়তে পারেন না।

নকুল। (বিজ্ঞের ভঙ্গীতে) পরেশবাবু, সুসময় জীবনে দুবার আসে না। আজ উপযাচক হয়ে যার জন্যে অনুরোধ করছি, নেহাৎ খেয়ালের বশে একবার তা হারালে আজীবন কিন্তু আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

বদন। এই কথাতো হাজারবার সত্য। এই তো ধরেন, আমি যখন নারাণগঞ্জে আছিলাম, ভগবানদাস মাড়োয়ারী আমারে কইলো "বদন তুমি আমার কারবারে ঢোক।" আমি তো

উহুঁ। নতুন সেলুন খুলচি ; রোজ কমছে কম দশ টাকা কইরা কামাইত্যাছি—

নকুল। —তুমি চুপ করো।

পরেশ। দেখুন, আপনারা আমাকে নিয়ে কেন যে মাথা ঘামাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। সত্যি, এখানে এসে ভয়ানক ভুল করেছি।

নকুল। ও, এখানে যে এই সমস্ত আলোচনা হবে তা বুঝতে পারেননি।

বদন। বুঝলে কি আর আইতো, অমনি ফুরুৎ কইরা উইরা যাইতো।

পরেশ। সত্যি, একটু আঁচ পেলেও আমি আসতাম না। তা'ছাড়া ইউনিয়নের সভ্য হয়ে মিলের ভেতরে, বিশেষ করে মালিকের বাড়ীতে ঢোকা আমার অন্যায়ই হয়েছে। দাদা জানতে পারলে অনর্থ বাধাবেন।

নকুল। হুঁ।

বদন। কথায় কয় সকল জিনিস বান্ধন যায়, কিন্তু মন বান্ধন যায় না। আপনার মনই যখন কাম করণের লাইগা বাঁধতে আছে না, তখন গাঙ্গুলীমশয় আর অনর্থ করবো কি। যাউক আমি যাই। হুজুরেগ' হুকুম আইন্যা দেওনের, দিলাম। কাজ করেন ভাল, না করেন সেইতেও আপত্য নাই। তারপর আবার আমারে দোষাইয়েন না। আপনেগতো মুখের ট্যাক্স নাই। যাই— (চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে) বাবু, ছোট কত্তায় কি এই বেলা নীচে নামবো ?

নকুল। (কি যেন ভাবছিল) কেন ?

বদন। আমার এই সপ্তাহের বেতনতো পাই নাই।

নকুল। বেতন ? তা' নীচে নামলেও তোমার টাকা-কড়ির কথা বলার সুবিধে হবে না।

বদন। বউটার জ্বর, মাইয়াটার জ্বর আর খুস-খুইস্যা কাশি, কি যে যন্ত্রণায় পড়ছি— !

(বির বির করতে করতে প্রস্থান করে)

পরেশ। (দাঁড়িয়ে) আমিও তা'হলে আসি নকুলবাবু।

নকুল। আমাদের ভেতরে খানিকক্ষণ বসে থাকারও তা'হলে প্রবৃত্তি নেই, কেমন ?

পরেশ। কেন থাকবে না নকুলবাবু; ইউনিয়নের দাবী ক'টা যদি আপনারা মেনে নেন্ তা' হলেইতো একসাথে বসতে পারবো। চাকুরী করেতো খেতে হবেই।

নকুল। (পরেশের আরও একটু কাছে গিয়ে) দেখুন পরেশবাবু, দাবীদাওয়ার কথা ভাববে মালিক আর ইউনিয়ন। আমি ঘরোয়াভাবে বলছিলাম—

পরেশ। —ভুল করছেন নকুলবাবু। ইউনিয়নের সভ্য হয়ে ঘরোয়া-ভাবে কোন মত দিতে পারে না বা দেওয়াও উচিত নয়। বিশেষ করে সম্পর্কে যখন শোষক আর শোষিত।

নকুল। ঐ তো, আপনাদের বাঁধা বুলি আউড়ে গেলেন। আমি বন্ধুভাবে বলছিলাম—

পরেশ। —কোন বলাবলিই এ সম্পর্কে থাকতে পারে না। তারপর নেহাৎ ঘরোয়াভাবে বললে আমিও বলছি যে, আমার দাদা যে দলে রয়েছেন আমাকেও তাদের ভেতরেই থাকতে হবে। দাদার মত আমার ইউনিয়নের চেয়েও বড়।

নকুল। দোলা খেয়ে আর লাভ কি মশাই, এতক্ষণে ঘাটে আসুন। শুনুন তা' হলে— । আপনার দাদারতো স্ত্রী নেই, পুত্র নেই—

পরেশ। —কেন আমরা ভাইবোন আর সব ?

নকুল। জানি, জানি পরেশবাবু, এ নকুল চক্কোত্তি কোম্পানীর Employeeদের হাড়ির খবর সবই রাখে। থাক্‌গে, আপনার দাদার কথাই যদি বলতে চানতো শুনুন। এক মার পেটের ভাই ননতো আপনারা।

পরেশ। ঐটুকুই জানেন, কিন্তু একথাটা জানেন না যে, বৌদি মরে যাবার পর বিয়ের বয়স থাকতেও দাদা বিয়ে করেননি পাছে অভাবের সংসারে নূতন বউ এসে আমাদের ভালভাবে গ্রহণ করতে না পারে, এই ভয়ে। বাইরে থেকে আমরা সৎ ভাই-বোন হলেও দাদার চোখে নয়।

নকুল। বুঝলাম। কিন্তু সে দাদাটিও তো দিনরাত মদে ডুবে থাকে। যে স্বাস্থ্য, অতবড় মাতাল রোগে পড়লে আর নিস্তার নেই। এদিকে দেনা ছাড়া সম্পত্তি দূরের কথা একটা টাকাওতো বোধ করি নেই।

পরেশ। আমিইতো রয়েছি। আমাদের মতন গরীব যদি কোনপ্রকারে একটি ছেলে মানুষ করতে পারে তা'হলেইতো একটা জ্যান্ত সম্পত্তি।

নকুল। কিন্তু আপনিও বা কতটুকু? এই একমুঠো। মাত্র ষাট টাকা মাইনে, আর সে চাকরীওতো টলমল। তা'ছাড়া ঘাড়ে একটা বোন রয়েছে, এদিকে নিজে নূতন বিয়ে করেছেন। বয়সতো আর বসে থাকে না মশাই। সোনা-গয়না, কাপড়-চোপর দিয়ে সাধ-আহ্লাদেরতো এইই সময়। আপনার স্ত্রীওতো আশা নিয়ে ঘর বাঁধতে এসেছে। একথা ভুললে চলবে কেন পরেশবাবু, একথা ভুললে চলবে কেন ...।

(মিঃ মুখাৰ্জ্জীর প্রবেশ। পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ ছিমছাম। হাতে একটি জ্বলন্ত সিগারেট)

মুখাৰ্জ্জী। Good morning Junior Ganguly—কি খবর ?

পরেশ। Sir, নকুলবাবু ডেকেছিলেন—

নকুল। —হাঁ Sir আমি। আমিই ডেকে এনেছি।

মুখাৰ্জ্জী। (হেসে) ভুল করেছেন। Processionটাতো বুঝি এগুতে পারছে না।

নকুল। Sir-এর সব কথাতেই ঠাট্টা! পরেশবাবু নেহাৎ সংসারী মানুষ, নূতন বিয়ে করেছেন—ওর সঙ্গে মিছিলের সম্পর্ক কি ?

মুখাৰ্জ্জী। তাই নাকি। লালঝাণ্ডার দল সংসারী? চিন্তার কথাই বটে। সংসারের ভেতর আবার ধৰ্ম্মঘট সুরু না হয়।

নকুল। আজ্ঞে ধৰ্ম্মঘটের দরকার হয় পেটের দাবীতে, বাঁচার দাবীতে। পেট ভরে খেতে পারলেতো আর ভাগ করে খাওয়ার জন্যে ধৰ্ম্মঘটের দরকার হয় না।

মুখাৰ্জ্জী। হুঁ! দেখুন নকুলবাবু, আমার ছোটশ্যালক, দেখেছেন বোধহয়, সেবারে পূজোয় এখানে এসেছিল— (পরেশকে) আরে, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

নকুল। হাঁ, বেশ মনে পড়েছে। ঐ যে ভাল কবিতা লিখতে পারে সেই ছেলেটিতো ?

মুখাৰ্জ্জী। হাঁ, সেই বাদলটা হয়েছে কম্যুনিষ্ট। শোষক-শোষিত, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আরও কতো কি অনর্গল বকে যায়—! এদের বাহাদুরী আছে ; আর গাঙ্গুলীরও হয়েছে সেই অবস্থা।

পরেশ। সে অবস্থা আমার নয় সত্যি ; তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সত্যিকারের চোখ যাদের খুলে গেছে,

তারাই ও কথাগুলো বলে যায় বা প্রতিকারের পথ খোঁজে। আগুন নিয়ে খেলাটা শুধু সখেই হয় না।

মুখার্জ্জী। (টেনে টেনে) আশার আলো তা'হলে ফুটছে দিন দিন। কি বলেন গাঙ্গুলী ?

(আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটি একটু উঁচ করে 'ফু' দিয়ে নেবায়)

পরেশ। নিশ্চয়ই। আশার আলো দেখা যাচ্ছে বৈকি। এ আলোর এমনি মজা যে, 'ফু' দিয়ে তা নেবানো যায় না। জোর করে'—

মুখার্জ্জী। (ঈষৎ তপ্তস্বরে) নকুলবাবু—

নকুল। এ সব কথা Sir পাকানো দড়ি। ছেড়ে দিলেই পাক্ খায়। আসল কথাটা যদি Kindly শুনতেন।

মুখার্জ্জী। আসল কথাই বটে ; বলুন।

নকুল। ঐ যে একজন Supervisor appoint করবেন বলেছিলেন, মাইনে একশো টাকা,—আমিতো ওর কথাই বলেছিলাম।

মুখার্জ্জী। (কৃত্রিম স্বাভাবিক কণ্ঠে) আমিতো অমত করিনি বরং আপনার কথা শুনে Departmental Promotion-এর কথাই ভাবছি। কিন্তু উনি রাজী আছেন তো।

নকুল। রাজী ঠিক নেই। মানে মাথার ওপর Sir দাদা আছেন, তার একটা মত আছে। তার ওপর রয়েছে ইউনিয়ন।

(বাইরে মোটর থামার শব্দ আসে। নকুল জানালার দিকে এগিয়ে)

নকুল। Sir, Jhunjhunia এলেন বুঝি......।

মুখাৰ্জ্জী। মিষ্টার ঝুনঝুনিয়া ?

(ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

নকুল। মরদকা বাৎ হাতীকা দাঁত। যা' বলেছি মালিকের মুখেই শুনলেন তো। এখন বিশ্বেস হল ?

পরেশ। (হেসে) হবে না কেন। তা'ছাড়া মালিক কেন, ওরকম ছু'একটা পোষ্টতো আপনিই দিতে পারেন। পিপল্‌স্ হোসিয়ারী মিলের আপনি একজন দিক্‌পাল বইতো নন !

(নকুল কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হয় না। মিঃ মুখার্জ্জী ও তার পেছনে মিঃ ঝুনঝুনিয়া প্রবেশ করে)

নকুল। রাম, রাম শেঠজী রাম, রাম।

ঝুন। রাম—রাম। রাম—রাম। তারপর নকুলজী ভালো আছেন তো।

নকুল। আজ্ঞে হাঁ শেঠজী—চলে যাচ্ছে একরকম।

মুখার্জ্জী। বসুন মিঃ ঝুনঝুনিয়া।

(মিঃ ঝুনঝুনিয়া একখানা চেয়ারে বসে এবং টেবিলের সিগারেটের কৌটা থেকে ১টি সিগারেট ধরিয়ে টানতে সুরু করে ও টেবিল থেকে Amrita Bazar কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে)

পরেশ। আমিও তা'হলে চললাম Sir, নমস্কার।

মুখার্জ্জী। (পরেশকে) আপনার বোধ হয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না, (নকুলকে) নকুলবাবু, ছু'এক দিনের ভেতরে

Supervisor-দের Applicationএর Fileটা আমার টেবিলে পাঠিয়ে দেবেন।

(পরেশের প্রস্থান)

মুখাজ্জী। (নকুলের কাছে গিয়ে) কি মনে হয় নকুলবাবু।

নকুল। লোহার কড়াইগুটি Sir। বেহুলার আগুনে সেদ্ধ করতে হবে। একদিনে কিছু বলা যায় না।

মুখাজ্জী। তা'হলে কি লাভ Prestige খুইয়ে যেচে সাধ্য-সাধনা করে।

নকুল। আজ্ঞে বলেছিতো দুটো ভায়ের একটাকে কাৎ করতে পারলে Prestige দশ ডবল হয়ে ফিরে আসবে।

মুখাজ্জী। তা'হলে বড় গাঙ্গুলীকেই চেষ্টা করুন না। মাতাল মানুষ--।

নকুল। ওরে বাবা, বাঘ। একথা শুনলে গলা টিপে মেরে ফেলবে। মাতাল Sir, কিন্তু যে সে মাতাল নয়—একেবারে Talented Drunkard !

ঝুন। (মাঝে মাঝে মিঃ মুখাজ্জী ও নকুলের কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করছিল) কিছের কথা বোলতিছেন ?

মুখাজ্জী। বলছি। (চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধ'রিয়ে) আচ্ছা—আপনি আমাদের দেশের চাঁদ সওদাগর মনসা দেবীর গল্প কখনো শুনেছেন ?

ঝুন। হাঁ—হাঁ হামার পাটনা মোকামের বাঙ্গালী বুঢ্যাবাবু হামাকে ছুনিয়েছেন। মনছা মাইর কথাতো ?

মুখাজ্জী। হাঁ। সেই গল্পে চাঁদ সওদাগরের লোহার বাক্সের ভেতরে সাধি হওয়ার পর ঘুমোতে দিয়েছিল—

ঝুন। —হাঁ হাঁ তারপর Conspiracy করিয়ে একঠো ছিদ্র বনাইলো, ছাপভি ঘুচিয়ে দিল।

মুখার্জ্জী। আমরাও ইউনিয়নের একটা ছিদ্র খুঁজছি।

ঝুন। (মিঃ মুখার্জ্জীর মুখের দিকে একপলক হতভম্বের মতন তাকিয়ে থেকে তারপর হেসে ওঠে, মিঃ মুখার্জ্জীও সে হাসিতে যোগ দেয়) বুঝতে পারতেছি—বুঝতে পারতেছি।

নকুল। Sir দেখছি দিব্বি আমাদের দেব-দেবীর খবরও রাখেন।

মুখার্জ্জী। মশাই B. A তে Special Bengali ছিলতো।

ঝুন। আপনাদের বঙলাভাছা বহুৎ বরিয়া ভাছা আছে। এবারে হামি কবি ঠাকুরকো কিতাব কিনিয়ে লিয়ে যাবো। বুঢ্যা বঙালী বাবু পড়বে আর হামি ছুনবো! আচ্ছা হোবে না মুকুরজিবাবু।

মুখার্জ্জী। কবি ঠাকুর ?

ঝুন। হাঁ—হাঁ, ঐ যে যুদ্ধের বছরে হামি গেলাম, আপনি গেলেন, কবি ঠ'কুরকো কোঠি দেখালেন—তারপর—

মুখার্জ্জী। ও রবি ঠাকুর (হো হো করে হেসে ওঠে)

ঝুন। (হাসিতে যোগ দেয়) বঙালী নাম ভুলিয়ে যাই। ওহি ঠাকুর-উকুর হোবে। তারপর এ কোঠিকা এ হালৎ কেন হোলো।

মুখার্জ্জী। Strike-এর সঙ্গে সঙ্গে Family বাবার কাছে কাশীতে পাঠিয়েছি। আর ভালো ফার্ণিচারগুলো Godownএ আটকে রেখেছি। কখন হামলা আসে বলা যায় না তো।

ঝুন। হাঁ হাঁ, ঠিক করিয়েছেন। বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিয়েছেন। গুণ্ডা-উণ্ডারতো বিছওয়াছ নেহি। হামিলোকত লালঝাণ্ডা প্রছেছন দেখে ওয়েটিং রুমে ঘুচিয়ে গেলাম। তারপর—, প্রছেছন যব চলিয়ে গেল, বিলকুল ছব ঠাণ্ডা হোয়ে গেল, তখন চলিয়ে এলাম।

নকুল। (হেসে) শেঠজীরতো সাহস কম নয় দেখছি।

ঝুন। (বিরক্ত হয়ে) আরে, ইলোক কহতা হ্যায় কেয়া। কলকাত্তা মোকামে বাজুরী লালকো লালঝাণ্ডাওয়ালা ময়লা ছিঁটাইলো, পাগড়ীভি খুলিয়ে নিলো; ওখানে এছব হোলো—আর এহিতো গাঁও বোলতে হোবে।

নকুল। না শেঠজী, তেমন মুরদ এ তল্লাটে কেউ নেই।

মুখার্জ্জী। ও সব কথা থাক। (ঝুনঝুনিয়াকে) বাবার টেলিগ্রাম পেয়েই চলে এলেন বুঝি।

ঝুন। হঁা, তার গেলো, চিঠ্‌ঠি গেলো, তবে ত আমি এলাম।

মুখার্জ্জী। বাবা লিখেছেন, তাঁর শরীর সুস্থ থাকলে তিনিও আসতেন। তারপর শুনেছেনতো মিলের অবস্থা।

ঝুন। ছুনেছিতো। লেকিন আমাকে আনিয়ে কি ফয়দা হোলো। আপনি Field-এ আছেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছব কোরবেন। আমি কি বাৎলাবে।

মুখার্জ্জী। এদিকেতো এই অবস্থা। এখন রেলওয়ের Orderটাও আসছে অক্টোবরের ভেতরে Supply দেওয়া দরকার।

ঝুন। হঁা, হঁা, Supplyতো জরুর দিতে হোবে, লেকিন—

নকুল। মুশ্‌কিলতো ঐ শেঠজী। না হলে এই চুনোপুটিগুলোকে ডাঙ্গায় তুলে আছড়ে মারতে কতক্ষণ।

মুখার্জ্জী। আচ্ছা, এ বেলাটা বিশ্রাম করুন। বিকেলে আলোচনা করা যাবে। (দাঁড়িয়ে) নকুলবাবু, শেঠজীর খাওয়ার বন্দোবস্ত।

(নকুল জিহ্বায় কামড় দিয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান করে। এদিকে বারান্দায় কিসের শব্দ শোনা যায়)

মুখাৰ্জ্জী। কে ওখানে ?

(জড়সড়ভাবে বদনের প্রবেশ)

বদন। হুজুর আমি।

মুখাৰ্জ্জী। এখানে কি চাও।

বদন। হুজুর, আমার পরিবারের জ্বর, মাইয়াটার জ্বর। এই সপ্তাহের মজুরী পাই নাই। যদি দিয়া দিতেন—

মুখাৰ্জ্জী। তা' আমিই তোমাদের মজুরী বিলি করি নাকি ?

বদন। আইজ্ঞা না। কিন্তু তারাতো কেও আসে না।

মুখাৰ্জ্জী। আসে না—বেরিয়ে যাও, Get out

বদন। হুজুর—

মুখাৰ্জ্জী। (গৰ্জ্জে ওঠে) Clear out you Rascal। সময়-অসময় নেই, Idiot.

(মলিন মুখে বদন প্রস্থান করে)

ঝুন। এ কোন্ আছে—কম্যুনিষ্ট ?

মুখাৰ্জ্জী। না, একটা Idiot labour। বুঝলেন Mr. Jhunjhunia এগুলোকে আস্কারা দিয়েইতো এই অবস্থা। চলুন আমার ঘরে।

ঝুন। (উঠে পড়ে) চোলেন। কোঠিতো একদম রেসের ময়দান বানিয়ে রেখেছেন ; পবিবার-উরিবার নাই—

(হাসতে হাসতে দু'জনেই বাড়ীর ভেতরে চলে যায়)

পর্দা

প্রথম অঙ্ক

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[মাধবের বাড়ী। বারান্দার একপাশে ১খানা ছেঁড়া শাড়ী শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সুধা আঙ্গিনা ঝাড় দিচ্ছিল।]

সুধা। কৈগো রাজকন্যে, মুদীওয়ালার কাছে কি যাওয়া হবে।

(কুটুস জড়সড়ভাবে প্রবেশ করে)

কুটুস। পয়সা দাও।

সুধা। (সুধা আঁচল থেকে দু'পয়সা বের করে কুটুসকে দিয়ে) এই নিন্, নুন, হলুদ আর জিরে আনবেন।

কুটুস। মাত্রতো দু'পয়সা।

সুধা। রাজকন্যের মান যাবে নাকি দু'পয়সার সওদা করতে। থাক, আর বলবো না। শুনলে হয়তো আজও আহার জুটবে না।

(কুটুস বাইরে যাচ্ছিল)

সুধা। আর শুনুন, কালিকাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনার দাদার খবর।

কুটুস। (বাইরের দিকে তাকিয়ে) ঐ যে দাদা আসছে।

(পরেশের প্রবেশ। সমস্ত চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ)

পরেশ। কেন, হয়েছে কি ?

কুটুস। কিচ্ছু না।

(কুটুস বাইরে ও সুধা ঘরের ভেতরে চলে যায়। পরেশ একটুকরো ইট

কুড়িয়ে এনে পায়ের স্যাণ্ডেলটির উপর ঠুক্‌তে থাকে। স্যাণ্ডেলটির লোহা পিটিয়ে দিতে চায় সে। দাওয়ায় বসতে গিয়ে ছেঁড়া শাড়ীখানার ওপর নজর পড়ে। কি ভেবে স্যাণ্ডেল মেরামত বন্ধ রেখে পা ঝুলিয়ে দাওয়ায় বসে ভাবতে থাকে।)

পরেশ। কইগো, চলে গেলে যে ; একগ্লাস জল দাও।

(সুধা একটি গ্লাসে জল এনে দপ্‌ করে পরেশের কাছে রাখে)

পরেশ। (সুধাকে বিষণ্ণ দেখে) দাদা বাড়া নেই ?

সুধা। (নিরুত্তর)

পরেশ। ওকি, কথা কইছো না যে ?

সুধা। (আঁচল দিয়ে চোখ মুছে) সংসারে যদি এতই অবহেলার হয়ে থাকি, যদি মুখের ভাত কেড়েই নিতে চাও, তা'হলে স্পষ্টই বলতে পারো—

পরেশ। —দু'দিন বাড়ী ছিলাম না, কি যে শান্তি পেয়েছি !

সুধা। বেশতো, আমায় বিদেয় করলেইতো এ অশান্তি কেটে যায়। দু'ভাই মিলে সুখে কৈলাসপুরীতে বাস করতে পারো।

পরেশ। কি হয়েছে খুলে বলতে পারো না ?

সুধা। আমিতো ছোটলোকের ঝি, মুহুরীর মেয়ে ; আমি বললে তো গন্ধ আসবে। তার চেয়ে পাড়ার পাঁচজনে বলুক, থুথু দিক্‌, সেই ভালো। কী আমার সংসাররে, ভাসুর হয়ে ডাল-ভাতগুলো উঠোনে ছড়িয়ে দিলে গা।

পরেশ। (আশ্চর্য্য হয়ে) কে, দাদা ?

সুধা। বিশ্বেসতো হবেই না। কুট্টুস আসুক, তাকে জিজ্ঞেস ক'রো —আর তা' নাহয় পাড়ার—

পরেশ। আঃ। কেন কি হয়েছিল, কি করেছিলে ?

সুধা। কুট্টুসকে একটু শাসন করেছিলাম। করবো না ? না হয় গায়ে একটু হাতই দিয়েছি। অমনি মেয়েটার কি চীৎকার, আর কোত্থেকে তিনি ছুটে এসে, ঐ আসছে।

(নেপথ্যে মাধবের গলা শোনা যায়। সুধা ঘরে প্রস্থান করে। পরেশ রাগ ও বিরক্তিতে মুখভার করে বসেই থাকে। (মাধব ও ভোলানাথ প্রবেশ করে)

মাধব। এসো ভোলা ভাই। তুমি এ ক'দিন না থাকাতে সত্যি কথা বলতে কি, পেটটা যেন ফেঁপে উঠেছিল। কথা বলার সাথী কুট্টুস আর মাঝে মাঝে ইউনিয়নের দু'চারটে লোক। এদিকে Strike। কোন কাজ-কর্ম্ম নেই, কী যে অসুবিধেয় কেটেছে। বস।

(মাধব মাদুরখানা বিছিয়ে দেয়। তারপর দু জনেই বসে পড়ে)

ভোলা। আমিতো তোমার কাছে বলে গেলাম দু'একদিনের ভেতরেই ফিরবো ; কিন্তু নাতনীটার অসুখের জন্যেইতো আটকে পড়তে হল।

মাধব। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি—আরে, পরেশ কখন এলি ?

পরেশ। (গম্ভীরভাবে) এইমাত্র।

মাধব। তারপর, যে কাজের খোঁজে গেছলি, কি হল ?

পরেশ। ও কাজ হবে না ; গ্রাজুয়েট চাইছে, ম্যাট্রিক নেবে না।

(পরেশ বাইরে যাচ্ছিল)

মাধব। ওকি, আবার কোথায় বেরুচ্ছিস্। গম্ভীর যে, শরীর খারাপ হ'ল নাকি?

পরেশ। না।

(পরেশের প্রস্থান)

মাধব। বুঝলে ভোলাভাই, শরীর খারাপ হলেও বলবে না। পাছে চিন্তা করি। এমন মুখচোরা এই ছেলেটা।

ভোলা। বলবে কেন, তুমি মুখ দেখেই যখন ধরতে পারো—।

মাধব। (হেসে) তা' যা' বলেছ। সত্যি ওদের দেখে দেখে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

ভোলা। তারপর ঠাকুরভাই, তোমাদের Strike-এর একটা সুরাহা হল?

মাধব। কোথায় আর সুরাহা। মালিক বলছে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী' এদিকে ইউনিয়ন বলছে উত্তম 'ধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশিব শঠ দুর্য্যোধনে।' এই আর কি!

(মাধবের নাটকীয় জবাবে ভোলানাথ হেসে ওঠে। মাধবও হাসতে থাকে)

ভোলা। (হাসি মুখে) ধর্ম্মযুদ্ধতো বলছো, কিন্তু একবার ভেস্তে গেলে হা-পিত্যেস করেও আর কাজ জুটবে না। শুনলে না পরেশ কি বলে গেল।

মাধব। যদি হেরেই যাই 'কোন কথা শুনবো না, কাউকে এ মুখ দেখাবো না, শুধু ঢুকু ঢুকু মদ খাবো।'

ভোলা। এখনতো উড়িয়ে দিচ্ছ। Strike যেদিন ভেস্তে যাবে—

মাধব। (বিরক্ত হয়ে) দেখ ভোলাভাই, দোকানদারী কর, ঐ মুদীখানার বুদ্ধি নিয়েই থাকো; ও তেল নূনের বুদ্ধি কাউকে দিতে যেওনা। বিশেষ করে আমাকে নয়।

ভোলা। অমনি রেগে গেলে? আমি বলছিলাম যদি হঠাৎ একটা কিছু হয়েই যায়। কারণ শুনেছি তো অনেক ধর্মঘটই ভেঙ্গে গেছে।

মাধব। হাঁ গেছে, ঝোপ বুঝে কোপ দিতে পারেনি বলে। কিন্তু আমাদের Strike অব্যর্থ। রেলওয়ে কোম্পানীর Contract শোধ করতে হলে কোম্পানীকে মাথা নোয়াতেই হবে।

ভোলা। রেলের Contract?

মাধব। হাঁ হাঁ। আর সেটা দিতে হবে আসছে অক্টোবরের ভেতরেই; না দিতে পারলে ইজ্জৎ তো যাবেই, তা'ছাড়া জীবনে আর গভর্নমেণ্ট Contract নেওয়া চলবে না।

ভোলা। তাই বল। আমি ভাবছিলাম—

মাধব। তুমি যা ভেবেছো তা' শুধু তুমি কেন, দেশের প্রায় সবাই তা ভাবে। কিন্তু তারা যদি বুঝতো কত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চাকুরীর ভয় ছেড়ে দিয়েও মানুষগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা'হলে দেশের একটা Strikeও ভেঙ্গে যেতো না। ভোলাভাই, পেটের ক্ষুধা বড় সাংঘাতিক জিনিস। ক্ষুধার জ্বালায় শুকোতে শুকোতে মানুষ যখন কাঠ হয়ে যায়, তখন একটু আগুনেই ব্যাস্, দপ্ করে জ্বলে ওঠে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ভোলাভাই, যদি বয়েসটাকে দশটা বছর পিছিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকতো—

ভোলা। ঠাকুরভাই কি আজ সকালেই একটু টেনেছো?

মাধব। কেন বল তো?

ভোলা। এমনি জিজ্ঞেস্ করছি।

মাধব। মাত্র আউন্স ছ'য়েক! আরে ও জিনিসটা তো এখন আমি

থাইনে, ঐ তরল পদার্থটাই আমাকে খেয়ে ফেলে।

(কুট্টুসের প্রবেশ। হাতে নুন, হলদি ইত্যাদি)

কুট্টুস। (হাসতে হাসতে) বড়দা দেখ, কালিকাকা কি সেজে আসছে।

ভোলা। কে।

মাধব। (হেসে) কালিকা। কুট্টুস একটা 'কা' বাড়িয়ে নিয়েছে।

কুট্টুস। (অভিমান ভরে) তাই বুঝি।

(কুট্টুস নুন, হলুদ, ইত্যাদি ভেতরে রেখে এসে মাধবের কোলের কাছে বসে। কালিকা মিল মালিক সেজে প্রবেশ করে। অদ্ভুত বহুরূপীর সাজ। মুখে রঙ মেখে, চিকন গোঁফ লাগিয়ে কোটপ্যান্ট, টুপী ইত্যাদি পরে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে অপূর্ব সাজে সেজেছে কালিকা। তার পেছনে, গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে মাড়োয়ারীর সাজে আসে বদন। বদনেরও চোখে চশমা, মাথায় মাড়োয়ারী টুপি। পাড়ার একপাল ছেলেপিলে ও কয়েকজন জোয়ান ও বুড়ো বহুরূপীর সঙ্গে মাধবের অঙ্গিনায় জমায়েত হয়। বিরাজ দত্ত দলের সঙ্গে প্রবেশ করে)

মাধব। (বিরাজকে দেখে) আরে দত্তবাবু যে। এসো—এসো।

বিরাজ। (মাদুরে বসে) অপেক্ষা করতে পারবো না কাজে যেতে হবে। কালিকার নাচটা দেখতে এলাম।

মাধব। (প্রতিবেশীদের দেখে) বসার কোন ব্যবস্থা—

সাধু। ব্যস্ত হবেন না গাঙ্গুলীমশাই, দাঁড়িয়েই তো বেশ দেখছি।

বিরাজ। ক'মিনিটই বা নাচ হবে।

সাধু। সাহেবের নাচ দাঁড়িয়েই দেখতে ভালো।

বদন। আর আমায়? আমার নাচটা বুঝি ভাইস্যা আইল। বুঝলেন দাদা, আমার নাচ হইবো খাঁটি Made in India।

(সবাই হেসে ওঠে কিন্তু মাধব গম্ভীর হয়)

মাধব। বদন, তুমি এখানে?

বদন। (গলার হারমোনিয়াম নাবিয়ে রেখে) ঠাকুরভাই, আমিও পরশুদিন মিলের কামে কমা-সেমিকোলন না—সোজা দাড়ি, অর্থাৎ ফুলস্টপ্ দিয়া চইল্যা আইছি।

মাধব। (ভ্রূকুঞ্চিত করে) মতলব?

বদন। বিশ্বাস হয় না বুঝি। জিগাইয়া ছাখেন দত্তবাবুরে। ফটকের সামনে নকুল চক্কোত্তিরে কি কথাটাই না শুনাইয়া আইছি।

মাধব। একটা নূতন ফন্দি নযতো?

বিরাজ। সত্যি আমার সামনেই—

বদন। (হাতের ইসারায় বিরাজ দত্তকে থামিয়ে) ঠাকুরভাই, এই বদন পরামাণিক আর যাই হউক বাপের বেটা, থু কইরা ছ্যাপ্ ফালাইয়া চাইট্যা উঠায় না। মনে কইরা দেখেন যে-দিনেব meeting-এ সকলে Strike-এর পক্ষে ভোট দিছিল, আমি কিন্তু দেই নাই। আমি সোজা কইছি, তোমবা Strike করলেও, আমি করুম না। আমার হাডির চিন্তা আছে।

ভোলা। কিন্তু এখন এলে কেন।

কালিকা। (হেসে) ঠেকে শিখেছে।

বদন। হ' শিথ্ছিয়ইতো। সকলে দালাল কইতো, তবু গণ্ডারের চামড়া পিঠে বাইন্ধা হুজুবেগ' মতলব মত কাম করছি।

কিন্তু যখন বুঝলাম জাইতও গেল পেটও ভরল না, তখন সইরা পড়লাম।

মাধব। জাত গেল, পেট ভরল, না কথাটা বুঝলাম না। তুমি টাকা চেয়েছিলে ?

বদন। আরে মশয়. সংসারে অসুখ-বিসুখ নানান ঠেকা। তার লাইগা সপ্তাহের পাওনা টাকা চাইয়া শুনলাম রাস্কেল। বুঝলেন ঠাকুরভাই, ঐ জাত স্বার্থসিদ্ধি হইলে দালালেরেও লাথ্যি মাইরা খেদাইয়া দেয়।

বিরাজ। বুঝেছো তা হলে ?

কালিকা। হাঁ, হাড়ে হাড়ে।

(উপস্থিত ছেলেপিলেগুলো যেন নাচের বিলম্ব দেখে উতলা হয়ে উঠছিল)

বদন। বুঝি নাই! তারপর কালিকা কইলো, অর লগে বাজাইলে কিছু কিছু দিব। ল্যাঠা চুইক্যা গেল, আমিও কাচকলা দেখাইয়া চইল্যা আইলাম।

বিরাজ। কালিকা আরম্ভ কর। গল্পে কাজ নেই, অনেক কাজ রয়েছে।

মাধব। তোফা সেজেছিস তো, এ বিদ্যেও জানা ছিল নাকি ?

(বদন দর্শকদের সরিয়ে নাচার জায়গার ব্যবস্থা করে)

কালিকা। Strike করেছি, পেটটা তো Strike করে না ঠাকুরভাই ; তাই দু'তিন দিন প্রাকটিস্ করে বহুরূপী হলাম। বাঁচতে হবেতো।

ভোলা। বদনকে আরেকটু ভাল করে সাজাতে পারতে।

কালিকা। (হেসে) ওকে মেম সাজতে বলেছিলাম, সাজলো না।

বদন। (হেসে) হ' কইছিলো গাউন পইরা মেম সাজতে। কিন্তু আমার যেন ক্যান্ লজ্জা করে।

(সবাই হেসে ওঠে। কালিকা অন্তরালে গিয়ে মাথায় টুপি ও হাতে ছড়ি নিয়ে মোশন করতে করতে প্রবেশ করে। এদিকে বদন মাথা নেড়ে নেড়ে হারমোনিয়াম বাজায়)

কালিকা। আমি হচ্ছি হঠাৎ-বাবু। টেলিগ্রামে আসি, বিনা তারে চলে যাই। আমি চান করতে যাই সাবমেরিনে, বেড়াতে যাই এরোপ্লেনে। আমি স্বপ্ন দেখি আমেরিকার আর চিন্তা করি ইংল্যাণ্ডের। আমি একজন ভারতের জাতীয় হঠাৎ-বাবু।

(মাথা থেকে টুপী নামিয়ে সবাইকে অভিবাদন জানায়)

গান

কালিকা।

দেশবাসীরে শোন দিয়া মন,
কীর্ত্তি-মাহাত্ম্য আমার করিব বর্নন।
হঠাৎ-বাবু নামে খ্যাত আমার পরিচয়,
হিংসে করে সবাই আমায় হবু রাজা কয়।
দুইটি মিলের মালিক আমি দেশের বিধাতা,
অন্নহারা শ্রমিক-কুলীর আমি অন্নদাতা।
বিলাসপুরে বাড়ী আমার প্রাসাদপুরে ঘর,
রাজার মতো চালে সবাই ভয়ে থরথর।
উৎপাদনে লাভ না হলে লালবাতির ভয়
সেই কারণেই ছাঁটাই করি, নিজের স্বার্থে নয়।

রক্ত-চোষা পশু বলে সবাই নিন্দা করে
আমার নামে ক্ষ্যাপা সবাই, দেশের ঘরে ঘরে।
ভাঁওতা মেরে সরকারী সাহায্য কিছু পাব,
ভাবছি এবার সেই টাকাতে আমেরিকা যাব।
ছোটলোকের কথাকে ভাই থোরাই কেয়ার করি,
বামন হয়ে আকাশকে চায় দেখেই হেসে মরি।
ফেরার পথে ভাবছি এবার রাশিয়াতে যাব,
পত্রিকাতে নাম ছাপিয়ে দেশপ্রেমিক হবো।
সর্ষে ফুলের রঙ দেখাব, চোখে লাগবে ধাঁধাঁ,
আলাদিনের প্রদীপ জ্বেলে সকলি হয় দাদা।
বহুরূপীর রূপকথা অমৃত সমান,
হঠাৎবাবু বলে শোনে যত পুণ্যবান।

(গান শেষ হয়। সবাই হেসে উঠে)

কালিকা। অ্যাসিস্টেন্ট্?

বদন। (attention-এর ভঙ্গীতে) হুজুর।

কালিকা। ধর স্টিয়ারিং।

বদন। জো হুকুম।

কালিকা। (কালিকার কাঁধে হাত দিয়ে) হুঁস্—ব্যাস চলে গেলাম আমেরিকা।

(আবার সবাই হেসে ওঠে)

মাধব। চমৎকার, চমৎকার, কিন্তু আমার হাতে তো একটি পয়সাও নেই। পরেশটাও বেরিয়ে গেল।

কালিকা। তোমার কিছু দিতে হবে না ঠাকুরভাই। তোমাকে আর দত্তবাবুকে নতুন শোনালাম, এর আবার পয়সা। চল-চল

বদন ভাই। আচ্ছা চলি তবে ঠাকুরভাই—।

মাধব। হঁা, যাবে বৈকি, আমেরিকাতে তো গিয়েই আছো।

(সবাই হেসে ওঠে। বহুরূপীর দল ও আর সবাই প্রস্থান করে। বুট্রুস. "দেশবাসীরে শোন দিয়া মন" গানটির প্রথম কলি গাইতে গাইতে ঘরে চলে যায়, ভোলানাথ চশমা লাগিয়ে একখানা বাঙ্গলা দৈনিক কাগজ পড়তে থাকে।)

বিরাজ। পরেশকে তো একদিনও এসে পাচ্ছি না। কোথায় থাকে ?

মাধব। পেটের ধাঁধাঁয় দত্তবাবু, পেটের ধাঁধাঁয় ঘুড়ছে ; সংসার তো নীরস মরুভূমি !

বিরাজ। আচ্ছা আমি উঠি। (দাঁড়িয়ে) বিকেলে নন্দীদের বৈঠকখানায় পরেশকে নিবে আপনিও যাবেন, একটা ঘরোয়া বৈঠক হবে। বিশেষ জরুরী। নারায়ণবাবুও থাকবেন।

মাধব। কোন্ নারাণ বাবু ?

বিরাজ। এ খবরও বুঝি রাখেন না। ক'দিন হল কলকাতা থেকে কমরেড নারায়ণ দত্ত এসেছে। ক'টা সভা হল, যাননি ?

মাধব। দেখ দত্তবাবু, এ বয়সে ও সভা-সমিতি করা আমার পোষায় না।

বিরাজ। এ কথা কিন্তু আপনার শোভা পায় না।

মাধব। কেন।

বিরাজ। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) আপনি বয়স্কলোক, নেতৃস্থানীয়। আপনাকে দেখলেও অন্ততঃ জোয়ানদের উৎসাহ বাড়ে। তা'ছাড়া ঘরে বসে থেকে নেশা করে ডাল-ভাত ফেলে দেওয়া, এগুলো তো আপনার মতন লোকের উচিত নয়। (চলে যাচ্ছিল)

মাধব। (রেগে গেছে) একথাও কানে গেছে ?

বিরাজ। (থেমে) গেছে বৈকি।

মাধব। মদ খাই, ঝগড়াঝাটি করি, এটুকুই দেখলে। আর কিছু দেখলে না।

বিরাজ। সবই দেখছি। আমরা তো চোখ বুজে নেই। যাক্ আমি চললাম বিকেলে যাবেন কিন্তু।

মাধব। (রাগে গর্জ্জে ওঠে) না—না—না আমি যাবো না।

বিরাজ। কেন।

মাধব। আমি কোন দলে-টলে নেই। আমি Independent।

(ভোলানাথ কাগজ পড়ছিল। মাধবের কথা শুনে হেসে ফেলে)

বিরাজ। (হেসে) বেশ তো, আমাদের United front, যেতে দোষ কি. যাবেন।

(প্রস্থান)

ভোলা। (মাধবের কাছে গিয়ে) ঠাকুরভাই।

মাধব। সত্যি কোন দলে নই আমি। আমি Independent। আমি যাব না—যাব না।

(ভোলানাথ হো-হো করে হাসতে থাকে)

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[পিপলস্ হোসিয়ারী মিলের শ্রমিকদের ইউনিয়ন অফিস। অতি সাধারণ একখানা ভাঙ্গাচোরা ঘর। মেজেতে মাদুর বিছানো। একখানা জলচৌকির উপর কয়েকখানা খাতা। এককোণে দু'খানা চেয়ার। ঘরের ভেতরে ইতস্ততঃ পোস্টার, ফেস্টুন, চাঁদা তোলার কৌটা প্রভৃতি রয়েছে। পর্দা উঠলে দেখা যায়, সুলতান একমনে পোস্টার লিখছে। আরেক পাশে বসে ফাগুয়া, খেদু মিঞা ও বদন গল্প করছে।]

ফাগুয়া। আরে ছুলতান ভাই, কালেকছন জমা লেবে না ঘুরিযে যাব।

বদন। ঘুইরা যাইবা ক্যান্। দত্তবাবু তো অখনি আইবো। একটু দেরী করলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হইব না।

ফাগুয়া হামার তো মহাভারত ঠিক রহিলো, লেকিন্ খেদু মিঞাকা কোরান তো ছুদ্ধ থাকবে না।

সুলতান। খেদু মিঞার কি হল আবার।

বদন। একেবারে ঘোড়ায় জিন লাগাইয়া আইছে আর কি !

খেদু। না না তা' ঠিক নয়। আমাকে এই সাড়ে দশটার গাড়ীতে চাচিকে আনতে কাঁকিনাড়া যেতে হবে।

সুলতান। দত্তবাবু না এলে কে কালেকশন জমা নেবে বল।

বদন। এইটা তো মিঞা পোস্টাফিস না যে টাকা জমা দিলা--আর ফট্ কইরা ছিল্ মাইরা চট্ কইরা রসিদখান দিয়া দিল। এইটা ইউনিয়ন অফিস।

খেদু। তাই তো, দত্তবাবু দেরী করছে কেন।

সুলতান। কাল অনেক রাত্রে কলকাতা থেকে ফিরেছেন। তাই বোধ হয়—

বদন। কইলকাতায় গেছিল ক্যান্?

সুলতান। একজন Labour Leader-এর বিবৃতি ছেপে আনতে। তোমাদের মত বসে থাকার লোক তো তিনি নন।

বদন। (ক্ষেপে যায়) হ' আমিতো কেবল বইস্যাই থাকি। কাউলকাও প্রায় একশ' পোস্টার লাগাইয়া বাড়ী ফিরছি শেষ রাইতে। অখনও হালার চক্ষু টনটন করত্যাছে—

(দাঁড়িয়ে পড়ে)

ফাগুয়া। (খৈনি তৈরী করছিল। তাড়াতাড়ি এক হাত দিয়ে টেনে বদনকে বসিয়ে দেয়) আরে কহনে দেও, ঝগড়া মাৎ করো।

(বিরাজ দত্ত প্রবেশ করে)

বদন। আরে জিন্দা রহো দত্তবাবু, জিন্দা রহো।

বিরাজ। সুলতান, নুরু একটা কাগজের প্যাকেট দিয়ে গেছে?

সুলতান। হাঁ, ঐ যে।

(বদন প্যাকেটটি বিরাজকে দেয়। বিরাজ খাতা সরিয়ে জলচৌকির উপর বসে পড়ে।)

বিরাজ। কালেকশন এসেছে কিছু?

ফাগুয়া। হামি, খেদু, দোনো আসামীতো কৌটা লিয়ে বছিয়েই আছি।

বিরাজ। (হাসিমুখে) আমার একটু দেরী হয়ে গেল। যাকগে, সুলতান তুমি কৌটা দুটো গুণে ফেল। ফাগুয়া, খেদু, ওখানে গিয়ে বস।

(কাওয়া ও খেন্থ কৌটা নিয়ে সুলতানের পাশে গিয়ে বসে। সুলতান কৌটা খুলে গোণা সুরু করে।)

বিরাজ। ভালকথা, সুলতান আমার কোন চিঠি এসেছে আজ।

সুলতান হাঁ দু'খানা। ঐ যে খাতার ভেতরে।

(বিরাজ খাতার ভেতর থেকে চিঠি বের করে' চোখ বুলোতে বুলোতে বলে।)

বিরাজ। Mill gate-এ Volunteer আজ কে কে গেছে।

বদন। রঙ্গনাথ, নফর, আর রামরূপ।

বিরাজ। বাদামতলা বস্তির সভার কোন বন্দোবস্ত হল ?

বদন। সভার কথা সুলতান জানে।

সুলতান। পরেশবাবু না এলে তো—

বিরাজ। —হবে না কেমন ? আচ্ছা বল তো তোমরা কি। পরেশ না এলে সভা হবে না ?

বদন। হইব না ক্যান ? মানে পরেশবাবুর উপরে ঐ বস্তির ভার আছিল। তারপর পরেশবাবু ভাল কইতেও পারে।

বিরাজ। আজই meeting-এর যোগাড় কর। তোমাদের একটা সাধারণ জ্ঞান নেই যে পরেশ যখন আসছে না, তখন অন্য ব্যবস্থা করা দরকার।

(হাসতে হাসতে কালিকা প্রবেশ করে)

কালিকা। ঠাকুরভাই বাজীমাৎ করে' দিয়েছে দত্তবাবু। মুখার্জ্জীকে আর নকুল চক্কোত্তিকে আচ্ছা মত ঠুকেছে। (আবার উচ্চহাসি)

বিরাজ। কি করেছে ?

কালিকা। (বেদম হাসতে থাকে। মাঝে মাঝে হাসি চেপে বলতে থাকে) ভোর হতেই বাজারের দিকে যাচ্ছিল। মালিক আর চক্কোত্তি তখন দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। (আবার হাসতে থাকে। সুলতান প্রভৃতি সবাই "পাগল নাকি" ইত্যাদি মন্তব্য করে) চক্কোত্তি ছুঁচো ঠাকুরভাইকে ডেকে বললে "আজকাল বুঝি শুধু হাতেই বাজারে যাওয়া হয়।" ঠাকুরভাই তখন কোন কথা না বলে চলে গেছে। খানিক বাদে দেড় সেরটাক পোনামাছ আর একটা ইয়া-বড় ফুলকপি এনে চক্কোত্তিকে ডেকে বললে—(আবার বেদম হাসি) "চক্কোত্তি, ভাঙ্গানো টাকা কাছে ছিল না। দশটাকার নোটখানাই মাছওয়ালাকে দিয়ে এসেছি। লোকটা টাকা ভাঙিয়ে খোঁজ করলে আমার বাড়ীটা দেখিয়ে দিও। চেনে না কিনা" (সকলের উচ্চ হাসি)

ফাগুয়া। ঠাকুরভাই আচ্ছা খেলোয়াড় আছে। জবরদস্ত খেলোয়াড়।

(নেপথ্যে "দত্তবাবু" "দত্তবাবু" ডাকতে ডাকতে মাধব প্রবেশ করে)

মাধব। এই যে দত্তবাবু। তুমি তো কাল কলকাতা গেছলে। পরেশটার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

বিরাজ। দেখা হয়নি তো—পরেশ কলকাতায় গেছে নাকি।

মাধব। হাঁ, কাল গিয়ে কালই ফেরার কথা; কিন্তু ফেরেনি তো। সকালের গাড়ীতেও এলো না। হারামজাদা বড বার বেড়েছে। খালি সংসারী চিন্তা। বল তো দত্তবাবু আমি আছি কি জন্যে।

বিরাজ। তা তো বটেই।

কালিকা। মিলের উত্তর দিকের দালানটা নাকি পরিষ্কার করা হয়েছে Strike-এর ভেতরে যারা কাজ করবে তাদের জন্যে।

সুল। এ খবরটা আবার কোত্থেকে পেলে।

বিরাজ। দাঁড়িয়ে কেন গাঙ্গুলীমশাই, বসুন।

(একখানা চেয়ার এগিয়ে নিয়ে গাঙ্গুলী বসে)

কালিকা। রাখালের দোকানে চক্কোত্তি বলে গেছে। তারপর তক্তপোষ, টেবিল, চেয়ার, এই সমস্তও নাকি নেওয়া হয়েছে।

বিরাজ। (ব্যঙ্গ ভাবে) মুখার্জ্জী তো অকৃতজ্ঞ নয়।

মাধব। বেইমানের ইমারত! মন্দ কি। Strike-এর ভেতরে লোকে কাজে যোগ দেবে এ আশা তা'হলে ওরা রাখে।

বদন। নাভিশ্বাস উঠছেতো, তবু হাইল ছাড়ে না। ভাবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!

ফাগুয়া। চিড়িয়াকা পিঁজরা বনাইয়ে কি হোবে। চিড়িয়া মিলবে কাঁহা?

কালিকা। (গান সুরু করে) "মেরী বন্‌কি চিড়িয়া......"

বিরাজ। (ধমকানো স্বরে) কালিকা, হচ্ছে কি।

(কালিকা জিব কেটে গান বন্ধ করে)

সুলতান। নিজেদের ওপর অত উঁচু ধারণা থাকা ঠিক নয় ফাগুয়া।

বিরাজ। কেন?

মাধব। নিশ্চয়ই উচিত। নিজেদের আত্মবিশ্বাসই তো সব।

বিরাজ। তবে সে বিশ্বাসটা যেন গা ভাসিয়ে দেওয়ায় পরিণত না হয়।

মাধব। ঠিক বলেছো দত্তবাবু, আত্মবিশ্বাসটা অনেক সময় গা' ভাসাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাক্‌গে, শোন তোমরা। আমাদের সামনে রয়েছে উত্তাল-তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্ম্মদা, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে পার হতে হবেই। তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে

যে, তোমার রক্ত, রক্ত, আর আমার রক্ত নর্দ্দমার পচা জল ? তোমার মাথা, মাথা, আর আমার মাথা তোমার লাথি মারবার যায়গা ? এতদিন সহ্য করেছি, আর সইবো না।

স্থল। অভাবের তাড়নায় তারা যদি ভেঙ্গে পড়ে ?

মাধব। যাদের সংসার সুদ্ধ ভেঙে চুড়মার হয়ে যাচ্ছে তাদের আর ভাঙ্গবে কি ? শুধু একবার তাদের ডেকে বলুন, ভাই সব অন্নহীন শিশু কোলে ক'রে রোরুদ্যমানা মায়েরা আমাদের শ্রমিকের ঘরে ঘরে। কি দোষ করেছে ঐ পুষ্পের মতো নির্ম্মল শিশুগুলি, কি দোষ করেছে আমাদের মা-বোনেরা, আর কি দোষ করেছি আমরা ? দিনের পর দিন ধনিক-শ্রেণীর যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি হয়ে যাচ্ছে তার কি কোন প্রতিকার নেই, আমরা কি অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছি ? দিন এসে গেছে, ডাক এসে গেছে, অত্যাচারীর সুদ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবার। তাই বলছি ভাই সব, আজ সবাই একতাবদ্ধ হয়ে পিপলস্ কোম্পানী মিলের রক্তচোষা মালিকদের বুঝিয়ে দাও—আমাদের ইউনিয়ন দুর্ব্বল নয়, আমাদের দাবী মেনে নিয়ে মাথা নত করতে হবে তোমাদের দাম্ভিকতাকে।

(সবাই নিবিষ্টমনে শুনছিল, হঠাৎ ভোলানাথ 'ঠাকুরভাই' 'ঠাকুরভাই' ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে)

ভোলা। ঠাকুরভাই।

মাধব। (বিরক্তভাবে) কেন ?

ভোলা। তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। সেই যে বাজার দিয়ে বেরিয়েছো—

বদন। ঠাকুরভাই তো আউজকা একটা ঐতিহাসিক বাজার করছেন! শুনাইয়া দিছেন নাকি একহাত।

মাধব। বলেছি তো, তারা এতদিন ধারণা করেছে যে, তাদের জন্ম হুকুম করতে আর আমাদের জন্ম হুকুম তামিল করতে। কিন্তু তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, না—না তা' নয়—

ভোলা। —চল ঠাকুরভাই, কুট্টুসের খুব জ্বর উঠেছে।

মাধব। (স্বর নেবে যায়) কুট্টুসের জ্বর উঠেছে—কুট্টুসের জ্বর! চারটাকা খরচ করে বাজার করেছি, কুট্টুসটা খেতে পারবে না! চল।

(বিড়-বিড় করতে করতে ভোলা-নাথকে নিয়ে প্রস্থান)

বদন। একেবারেই পাগল; কথায় কথায় নাটক লাইগাই আছে।

বিরাজ। পাগলই বটে!

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(মাধবের বাড়ী। অপরাহ্ন কিন্তু রোদের তেজ তখনো কমেনি। পরেশ তার জামাটি হাতে নিয়ে বারান্দায় আসে। পেছনে এসে দাঁড়ায় সুধা।)

সুধা। এই রোদের ভেতরে বেরুচ্ছ কোথায় ?

পরেশ। কাজ আছে।

সুধা। ভোর থেকে দুপুর অবধিতো বাইরে ঘুড়ে এলে ; কাজ শেষ হল'না।

পরেশ। আমাদের কাজ তো আর ডাল-ভাত রাঁধা নয় যে—

সুধা। ঐ তো। জবাব দিলেই কুরুক্ষেত্র। আর তখন দোষ হবে আমার।

পরেশ। না না না, কে তোমায় দোষ দেবে! কার ঘারে দশটা মাথা।

সুধা। সে তো একশোবার। যাকগে ক'দিন ধরে তো এটা নেই, ওটা নেই, বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেছি। কাল থেকে কিন্তু হাড়ি চড়বে না বলে দিলাম।

পরেশ। সে দেখা যাবে। (জামা গায়ে পরে)

সুধা। ঐ যে তোমাদের ইউনিয়নের দত্তবাবু মুখপোড়া নিত্যি আসর জমাতে আসে, সে কি শুধু বক্‌বক্‌ করেই ঘুরে বেড়ায় ? এই যে ঘরে একটুকরো আস্ত কাপড় নেই ডাল-ভাত পেট ভরে খাওয়া দূরের কথা মাথায় তেল না দিয়ে মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে, এ চিন্তা তার আছে ? টাকা না দিক তোমার একটা কাজের যোগাড়ও তো করে দিতে পারে। দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়!

পরেশ। বলছিতো সব হবে। (প্রস্থানোদ্যত)

সুধা। জানো, আজ কাঁদুনী মাসী এসেছিল।

পরেশ। (থামে) কাঁদুনী মাসী ?

সুধা। হঁ্যাগো। ঐ যে রাস্তার কলতলায় ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজেই কাঁদতে সুরু করে।

পরেশ। তোমার স্বগোত্র তো ?

সুধা। আবার।

পরেশ। যাকগে, এসেছিল কেন ?

সুধা। তার কোন্ এক বোনপো এসেছে তোমাদের মিলে ঢুকতে।

পরেশ। মিলে ঢুকবে মানে ? মিল তো বন্ধ।

সুধা। কেন, মিলে নাকি গোপনে গোপনে লোক নিচ্ছে। এ মাসের ভেতরেই নাকি চালু হবে... . ...।

পরেশ। কোথায়, নূতন লোক নিচ্ছে না তো।

সুধা। কি জানি। মাসীতো বললে—

পরেশ। বাজে কথা।

সুধা। বাজে কথা নয়। পুব পাড়ার দু'তিনটে বাঙালও নাকি ঢুকেছে। তাদের কাছে শুনেইতো মাসী ওর বোনপোকে আনালো।

পরেশ। সুধা, আমি যদি কাজে যোগ দিই, কি হয় বলতো।

সুধা। কেন ? কোম্পানী কি তোমাদের ডেকে বলেছে যে ঘাট হয়েছে, এমনটি আর হবে না, মাইনে বাড়িয়ে দেব...? আমি পুরুষ হলে ঝেঁটিয়ে কোম্পানীর মুখ থেৎলে দিতাম। তাতে আমার জেলই হোক্, আর ফাঁসীই হোক্।

পরেশ। সে তুমি পারতে। আমি যাই। (প্রস্থান)

সুধা। ওমা, কি চলার ছিড়ি। যেন ঘোড়া।

(ঘরে চলে যায়। খানিক বাদে কতটুকু দোক্তাপাতা কাগজে মুড়ে নিয়ে কুট্টুস সহ বাইরে আসে)

সুধা। এই দোক্তাপাতাটুকু ও বাড়ীর কাঁদুনী মাসীকে দিয়ে আয়। বলবি বৌদি দিয়েছে।

কুট্টুস। (চলে যাচ্ছিল)

সুধা। শোন্, মাসীকে বলিস সন্ধ্যের সময় আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। তাড়াতাড়ি চলে আসবি কাজ আছে।

(কুট্টুস মাথা নেড়ে প্রস্থান করে। সুধা বারান্দার শাড়ীখানা গুছিয়ে ঘরে যায়। এদিকে বাইরে থেকে মাধব প্রবেশ করে। মাধবের গায়ে আধময়লা ছেঁড়া ফতুয়া, পায়ে সাদা রঙের আধময়লা কেম্বিসের জুতো। "মা আমায় ঘুরাবি কতো," রামপ্রসাদী গানখানা গুন্‌গুন্ করে গাইতে গাইতে বারান্দায় মাদুরে বসে পড়ে। মাদুরখানা প্রায় পাতাই থাকতো। পকেট থেকে বিড়ি বের করে দেয়াশলাই খুঁজতে থাকে।

মাধব। (ডাকতে থাকে) পরেশ, পরেশ (ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে) কুট্টুস—কুট্টুস। গেল কোথায় সব। বৌমা—বৌমা।

(সুধা ঘোমটা টেনে দরজার কাছে দাঁড়াল)

মাধব। ঘর থেকে দেয়াশলাইটা দাওতো।

(সুধা একটা দেয়াশলাই এনে মাদুরে রেখে ভিতরে চলে যায়। মাধব বিড়ি ধরিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। কুট্টুস প্রবেশ করে।)

মাধব। এই রোদের ভেতর কোথায় গেছলি ? জ্বর গেলো না।

কুট্টুস। বৌদি পাঠিয়েছিল।

মাধব। ও। কুট্টুস শোন, এদিকে আয়।

(কুট্টুস কাছে যায়)

মাধব। পরেশ কোথায়রে।

কুট্টুস। দাদাতো খানিক্ষণ আগে বেরিয়ে গেল।

মাধব। কই দেখলাম না তো।

কুট্টুস। তুমি তো বাড়ী ছিলে না, কি করে দেখবে।

মাধব। (হেসে) তা' হবে—তা' হবে।

কুট্টুস। (মাধবের কোলের কাছে গিয়ে) বড়দা।

মাধব। কিছু বলবি।

কুট্টুস। আমি আজ রাতে ভাত খাবো। তুমি বল্লে বৌদি কিচ্ছু বলবে না।

মাধব। এতবড় একটা জ্বর গেল, সবেতো কাল ভাত খেয়েছিস। আজ নয়, কাল খাস্।

কুট্টুস। (নেকিয়ে) উঁ—মুড়িতে আমার পেট ভরে না। ঘুম আসে না।

মাধব। (কুট্টুসের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ কি বলে')······এনে দেব বুঝলি।

(ভোলানাথের প্রবেশ)

ভোলা। দুটি ভাই-বোনে কি পরামর্শ হচ্ছে।

মাধব। (হেসে) পরামর্শ গভীর, কুট্টুসের অন্নবস্ত্রের চিন্তা।

(কুট্টুস জিব বের করে ভেঙ্গিয়ে ঘরে চলে যায়)

ভোলা। দোকানে গিয়ে শুনলাম তুমি নাকি আমায় খুঁজে এসেছো। এদিকে আমি পোষ্ট অফিসে যাবার সময় তোমায় দেখে গেলাম কুম্ভকর্ণের মতো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমচ্ছো।

মাধব। ঘুমুতে আর পারলাম কৈ—। অম্ল চিন্তা চমৎকারা! উঠে পড়তে হল। যাকগে, পোষ্ট অফিসে গেছলে কেন।

ভোলা। আর বলো না ভাই। দোকানটার আয়তো জানই। সংসারটা চল্‌ছে কোন রকমে। তবু ইনকাম্ ট্যাক্সের চিঠি আসার কসুর হয়নি। তাই একখানা দরখাস্ত রেজিস্টারী করে পাঠাতে হল।

মাধব। ওতে আর চিন্তা কি। হিসাব দাখিল করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।

ভোলা। কিন্তু ঐ দাখিলটুকুইতো মুস্কিলের কথা। তারপর, আমায় খুঁজছিলে কেন।

মাধব। আজ সন্ধ্যায় পরেশকে তোমার দোকানে পাঠাবো। কিছু চাল, ডাল, তেল আর কিছু মসলা দিয়ে দিও। দাম কিন্তু এখন দিতে পারবো না।

ভোলা। দাম এখন কে চাইছে। তোমাকে তো কতদিন বলেছি, যে ক'টা দিন কাজ বন্ধ আছে, যা যা দরকার এনে নিও।

মাধব। বুঝলে ভোলাভাই সংসারে অভাবটা না থাকলে শরীরটা যেন নেতিয়ে পড়ে। অন্ততঃ আমারতো তাই। এই দীর্ঘদিন ধরে উপার্জ্জন করেওতো সচ্ছলতার মুখ দেখলাম না। কাজেই অভাব, অনটন বেশ সয়ে গেছে। তা'ছাড়া টানাটানিতে থাকলে খরচও কম হয়। কিন্তু আজকালতো একেবারেই অচল অবস্থা।

ভোলা। সেই জন্যেইতো আমি বলেছিলাম—

মাধব। আরও একটা বিষয় ভাববার আছে। ধর কাজ আরম্ভ হল, কিন্তু এই Strike-এর সময়টার বেতন কোম্পানী পুরোপুরি

দিলে না। তখন? তখনতো এই ধার, দেনাই বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে দাঁড়াবে।

ভোলা। সে জন্যে তোমার ভাবতে হবে না ঠাকুরভাই। যে যে জিনিসের দরকার লিখে পাঠাও। দিয়ে দেব।

(একগ্লাস জল নিয়ে কুট্টুস প্রবেশ করে)

কুট্টুস। বড়দা, ধর।

মাধব। একি জল যে।

কুট্টুস। আজতো ঘুম থেকে উঠে জল খাওনি তাই এনেছি।

(মাধব হেসে গ্লাসের জল পান করে। কুট্টুস চলে যাচ্ছিল)

মাধব। মসলার কৌটোটা দিয়ে যা বোন্,

(কুট্টুস ঘরে যায়)

মাধব। দেখলে ভোলাভাই, একরত্তি মেয়ের কত বুদ্ধি। আমার সৎমাকে, মানে ওর মাকে তুমিতো দেখনি।

ভোলা। না।

মাধব। ঠিকই, দেখবে কোত্থেকে। বাবা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ী চলে যাবার পরইতো আমি এখানে এলাম। যাক্, যা বলছিলাম; দেখ ভোলাভাই, গুরুজনের নিন্দে করতে নেই; তবু বলতে হচ্ছে—আমার মাটি যেমন মুখরা ছিলেন, তার সন্তান এই কুট্টুস মনেই হয় না। এতটুকু বয়সে কত বুদ্ধি, কি বিবেচনা।

ভোলা। (হেসে) প্রতিপালন কে করছে সেটাও দেখতে হবেতো।

মাধব। আমাদের মতন সংসারে আবার প্রতিপালন! শিক্ষা দুরের

কথা, দু'বেলা পেটপুরে খেতেই দিতে পারি না

(পরেশের প্রবেশ)

মাধব। পরেশ, সমস্ত দিন কোথায় থাকিস বলতো। তোকেতো দেখতেই পাই না।

পরেশ। একটা বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হয়।

মাধব। বিশেষ কাজ—কি কাজ বলতো।

ভোলা। কোন কাজের খোঁজ পেয়েছো পরেশ।

পরেশ। না তেমন কিছু নয়। তবে চেষ্টা করতে হবেতো।

মাধব। কোন চেষ্টা করতে হবে না। তুই শোন্. বস এখানে।

(পরেশ দাওয়ার একপাশে বসে)

মাধব। দ্যাখ্. আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন তোর সংসারের জন্যে অত মাথা ঘামাতে হবে না, বুঝলি? তোর চেহারার দিকে চেয়ে দেখেছিস্ একবার।

পরেশ। মানে তোমার দেহওতো তত ভাল নেই, তারপর আমার কর্ত্তব্য—

মাধব। নিজের স্বাস্থ্যের ওপর দৃষ্টি দেওয়া একটা মস্ত বড় কর্ত্তব্য। আরে আমি আর ক'দিন। তারপর আমি চলে গেলে তোর ওপর কতবড় দায়িত্ব পড়বে চিন্তা করেছিস কখনো? তখন কর্ত্তব্যের কথা চিন্তা করিস্। ওঠ্, হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করগে যা।

ভোলা। পরেশ, গাছের তলায় যদ্দিন আছো জিরিয়ে নাও ভাই!

(পরেশ উঠে দাঁড়ায়)

মাধব। শোন্, আমার শরীরটা ক'দিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। কাজেই বেরুতে ইচ্ছে হয় না। তুই বরং ইউনিয়ন অফিসে সকাল-

সন্ধ্যে একবার করে যাস। আমাদের দু'ভায়ের একজনও না গেলে কেমন দেখায় বলতো।

ভোলা। হাঁ, সেদিন দত্তবাবুও বলছিলেন তোমার কথা।

মাধব। বলবেই তো। তার একারতো কিছু নয়। আমরা যদি মাঝে মাঝে গিয়ে সাহায্য না করি তা'হলে কথা উঠবেই।

ভোলা। না না এ সময় ইউনিয়নের উপর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ঐ তো এখন ভরসা।

মাধব। একশোবার। তারপর কাজ কাজ করে ঘুরছিস্, পেলেই বা কি লাভ হবে ছাই। একমাস একুশদিন মিল বন্ধ। এর ভেতরে তিনটে দাবীর দুটোই মেনে নিয়েছে। আর পনের'টা দিন টিকে থাকতে পারলে বাকীটাও মানতে হবে দেখে নিস্। যা এখন আর কোথাও বেরুসনি।

(পরেশ প্রস্থান করে)

ভোলা। ভালকথা, তোমাদের কোন্ কোন্ দাবী মানলো আর কোন্টা মানলো না শুনিনি তো।

মাধব। সে এক অদ্ভুত মেনে নেওয়া ভাই।

ভোলা। কি রকম।

মাধব। প্রধান দাবী তিনটের ভেতরে এক নম্বর মজুরী বাড়ানো—তাতে রাজী। দু'নম্বর লেবারদের চিকিৎসা আর তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা—তাতেও সাধ্যমত সাহায্য করবে বলেছে। মানেনি কেবল বিরাজ দত্ত, শশধর সেন, আর কবীর মিঞাকে ছাঁটাই করা চলবে না, এই দাবীটা।

ভোলা। কেন, ওরা মালিকের পাকা ধানে মই দিয়েছে নাকি?

মাধব। দিয়েছে বৈকি। ওরা না থাকলে ইউনিয়ন দুর্ব্বল হয়ে যাবে, মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না ; এই জন্যেই তো অত ছোট দাবীটুকু প্রকাণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে ওদের কাছে।

ভোলা। আশ্চর্য্য।

মাধব। বুঝলে ভোলাভাই, সাধারণ একটা দাবী না মেনে হাজার হাজার টাকা লোকসান করেও শেষ চেষ্টা করবে তবু একেবারে মাথা নোয়াবে না। এই তো ওদের রোগ, আর এই রোগেইতো ওরা গেল।

(কুটুসের প্রবেশ। একহাতে মসলার কৌটা আরেক হাতে ১টি বিলাতি মদের বোতল। মসলার কৌটা মাধবকে দিয়ে)

কুটুস। বড়দা, এই বোতলটা কি তোমার অসুধের।

মাধব। কই না তো। দেখি, (বোতলটা হাতে নিয়ে) একি, এ যে Scotch whisky ! এ বোতল কোথায় পেলি।

কুটুস। (থতমত খেয়ে) ঐ তো তোমার তক্তপোষের নীচে।

ভোলা। Whisky ?

মাধব। (মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে।) হুঁ, বুঝতে পেরেছি। ভোলাভাই, আমি মাতাল—তাই আমাকে কিনতে Whisky বায়না এসেছে !

ভোলা। সে কি।

মাধব। (ক্ষেপে গিয়ে ডাকতে থাকে) পরেশ ! পরেশ !! (কুটুসকে) ডেকে আন্ তোর দাদাকে।

(কুটুসের প্রবেশ)

মাধব। ভগবান, এতবড় অপমান আমাকে সইতে হবে। পরেশ! পরেশ!!

ভোলা। উতলা হয়োনা ভাই।

মাধব। (প্রায় চীৎকার ক'রে) মোকাবিলার সময় এসেছে উতলা হব না?

(পরেশের প্রবেশ)

মাধব। এই যে পরেশ, আমার ঘরে এ Whisky কি ক'রে এলো বল্।

পরেশ। (থতমত খেয়ে) আমি জানি না, মানে আমার একজন বন্ধু—

মাধব। (গর্জ্জে উঠে) চুপ মিথ্যেবাদী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমার ভাই হয়ে তুই বেইমান হলি। জানোয়ার, আমার মুখে কালী দিলি!

পরেশ। (মনে হয় রেগে গেছে) আমার মালিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, সোজা কথা। আমি কাজে যোগ দিয়েছি।

মাধব। আর তারই পুরস্কার এই Whisky। রাস্কেল।

(পরেশ রেগে গিয়ে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল)

মাধব। ও দিকে নয়—ও দিকে নয়—এ দিকে। বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে।

পরেশ। বেশ তাই হোক্। (ডাকতে থাকে) সুধা—সুধা—।

(সুধা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মাথায় তেমন ঘোমটা নেই। কুট্‌ুস মলিন মুখে এসে দাওয়ায় দাঁড়ায়।

পরেশ। (সুধাকে) চলে এসো।

সুধা। আমাদের বাক্স-বিছানা।

মাধব। ধাঙড় ডেকে ঐ নোংরাগুলো বেইমানের ইমারতে পাঠিয়ে দেবো। এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়, যাও।

(পরেশ ও সুধা প্রস্থানোদ্যত)

কুট্টুস। (মাধবকে জড়িয়ে ধরে আকুল স্বরে) বড়দা—বড়দা।

(পরেশ ফিরে এসে কুট্টুসকে মাধবের কাছ থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়)

কুট্টুস। (অসহায়ার মতন চিৎকার করে) বড়দা—বড়দা—বড়দা—।

(পরেশ ও কুট্টুসের প্রস্থান)

মাধব। (রাগে, দুঃখে, অপমানে কাঁপছিল। অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল) বড়দা নেই—বড়দা নেই—বড়দা মরে গেছে—চলে যা—চলে যা।

ভোলা। ঠাকুর ভাই।

মাধব। (ভোলানাথের ডাক তারকানে আসে না। বলতে থাকে—।) উঃ, পরেশ বিশ্বাসঘাতক, বেইমান, দালাল!—আমার অন্নে দালাল তৈরী করেছি!

(ভোলানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে)

কি করে' মুখ দেখাবো ভোলাভাই! আমি কি ক'রে মুখ দেখাবো। বলে দাও।

(মাধব হাউহাউ করে কেঁদে ভোলানাথকে জড়িয়ে ধরে)

ভোলা। ঠাকুর ভাই। ঠাকুরভাই।

(ভোলানাথও কেঁদে ফেলে)

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ ৩য় দৃশ্য ॥

বসবার ঘর। মিঃ মুখার্জ্জী ও মিঃ ঝুনঝুনিয়া একখানা টেবিলের পাশে বসে ফল খাচ্ছিল। অদূরে আরেকখানা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে নকুল ডাকের চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করছে ও মাঝে মাঝে মিঃ মুখার্জ্জী ও মিঃ ঝুনঝুনিয়ার কথাবার্ত্তা শুনছে। কি একটা প্রসঙ্গ আলোচনা করে' মিঃ ঝুনঝুনিয়া ও মিঃ মুখার্জ্জী উচ্চ শব্দে হেসে ওঠে ও সেই হাসির মাঝখানে পর্দা উঠে যায়।

ঝুন। ই কোথা মানতে হোবে মুকুরজি যে আপনার বাবা এ উনিয়ন মানিয়ে লিয়ে গল্‌তি করিয়েছিলেন।

মুখার্জ্জী। (হাতের সিগারেটে প্রচণ্ড টান মেরে) না মেনে উপায় ছিল কিছু।

ঝুন। কেন থাকবে না মুকুরজি। উনিয়ন কোরতে চাইবে, বাত উত চালাবো, উনিয়ন মোধে মালমছ্‌লা ভি দেখবো, আর কুরছুৎ করিয়ে ডু'চারঠো নেতা আদমী কো পোকেটে পুড়িয়ে লিয়ে—তারপর Consider করিয়ে মানিয়ে লিব। মগর Apply করিলো আর মানিয়ে নিলো, এ Politics হামি বুঝতে পারে না মুকুরজি।

মুখার্জ্জী। ইউনিয়ন মেনে নিতে বাবা একরকম বাধ্যই হয়েছিলেন।

ঝুন। কেন।

মুখাৰ্জ্জী। লেবারদের ভেতর যখন ইউনিয়ন তৈরী হবার গুজব শোনা গেল, অমনি বাবা একজন বিশ্বাসী কেরাণীকে কিছু টাকা দিয়ে একটা পাল্টা ইউনিয়ন তৈরী করতে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই লোক তা না করে—মাঝখান থেকে টাকাগুলো মেরে দিয়ে পালালো।

নকুল। (ছিট্‌কে এসে) একটু ভুল হল Sir; শুধু কি কোম্পানীর টাকা? লেবারদের কাছ থেকে ইউনিয়নের চাঁদা, ভর্ত্তি ফি, একুনে Sir একশো টাকা কি নেয়নি।

মুখাৰ্জ্জী। হাঁ, চাঁদাও তুলেছিল শুনেছি। আর সেই রাগেইতে প্রায় সমস্ত লেবারগুলো বিরাজ দত্তের দলে যোগ দিলে।

ঝুন। হাঁ, বুঝতে পারিয়েছি। গড়বড় কিছু না হলে বড় মুকুরজী গলতি কখনো কোরবে না! আচ্ছা, হামিতো আর থাকতে পারবো না। পাটনা মোকামে ১২ তারিখ মোধে হাজির হোতে হোবে। এ মোকামতো এখন বিলকুল ঠাণ্ডা হোয়ে গেছে।

নকুল। ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা—একেবারে বরফ! ঐ পরেশ গাঙ্গুলী এসেছে আজ, Tomorrow দেখবেন আসবে পঞ্চাশ, মানে তিন দিনের মধ্যে মিল ভরাট। পুষ্করিণীর ঝরণা মানে লিক্ শেঠজী; একবার পথ পেয়েছে যখন হুস্ হুস্ করকে আয়গা। বলুন না Sir, শেঠজীকে একটু বুঝিয়ে।

মুখাৰ্জ্জী। (হেসে) আপনিইতো বলছেন। ওরকম কি আমি বলতে পারবো।

ঝুন। বুঝতে পারতেছি, বুঝতে পারতেছি -বোলতে হোবে না।

নকুল। বুঝলেন শেঠজী, Sirতো তিনটি Demandই দিতে রাজী।

আমি বললাম, ঠেঁরিয়ে Sir, আমায় একটু ট্যাব্ করতে দিন্। দেবার হয় পরে দেবেন। (মুখার্জ্জীকে) এখন দেখলেন তো।

মুখার্জ্জী। আচ্ছা থাক্, হয়েছে। আপনি তা'হলে কালই যেতে চান মিঃ ঝুনঝুনিয়া।

ঝুন। হাঁ, বলিয়েছিতো হামার পাটনা মোকামে ১২ তারিখ মোধে হাজির হোতে হোবে।

মুখার্জ্জী। আপনাকেতো তা'হলে ডিসেম্বরের ভেতর আবার আসতে হবে। Cotton mill রেজিষ্টারীর কাজতো বাকী রয়ে গেল।

ঝুন। দরকার হলে আসব। না হোলেতো আসিয়ে কোন ফয়দা নেই। ভাল কথা—মনে হইয়েছে মুকুরজি। নয়া মিল্‌কা একঠো নাম ঠিক করিয়েছি।

মুখার্জ্জী। কি নাম।

ঝুন। জন্‌তা কটন মিল। কেমন পছন্দ হোয় ?

মুখার্জ্জী। একটু ইংরেজী নাম হলে মন্দ হতনা। একেবারে 'জনতা'।

ঝুন। বুঝলেন কিনা আজকাল দেশের Temper বদলিয়ে গেছে। 'জনতা' 'Peoples' এছুব নাম বঙুলা দেশ জোনে আচ্ছা হোবে। নকুলজী, নামটা নোট করিয়ে রাখুন। যদি ভুলিয়ে যাই।

নকুল। রাখছি। (পকেট থেকে নোটবুক বের করে টুকে রেখে) Sir, সর্ব্বহারা কটন মিলস্ নামটা কেমন হয়।

মুখার্জ্জী। থামুন্—Rotton idea !

ঝুন। কেয়া ? ছরব হারা—

মুখার্জ্জী। —ও কিছু নয়। শুনুন, কটন মিল রেজিষ্টারী হয়ে গেলে

আসছে বছরের মাঝামাঝি একবার Continent tour করে আসবো ভাবছি।

ঝুন। কোথা যাবেন।

মুখার্জ্জী। ইচ্ছে আছে U.K., America আর ফেরার পথে Sovietটা ঘুরে আসি।

ঝুন। (রহস্য করে) কেয়া তাজ্জব! Russia যাবেন, শেষে ঘুড়িয়ে এসে কম্যুনিষ্ট না বনিযে যান্।

(উভয়ে হাসতে থাকে)

নকুল। (হেসে) Sir আমাদের কড়াপাকের শেঠজী। পচতেই পারে না।

(আবার সবাই হেসে ওঠে)

ঝুন। হাঁ, একটা কোথা মনে করিয়ে বলিয়ে দিই। আপনি Tactful হইয়েও একটু কাঞ্চা কাম্ মানে একটু গলতি করিয়েছেন।

মুখার্জ্জী। গলতি—কি গলতি ?

ঝুন। গোছা কোরবেন না। Future-এর লাগিয়ে বলিয়ে দিই। একছাথ করে বেছি আদমীকো Discharge কোরবেন না।

মুখার্জ্জী। তিনটি clerk কে যে Discharge notice দিয়েছিলাম, সে কথা বলছেন তো।

ঝুন। হাঁ।

নকুল। একদম্ Dangerous আদমী শেঠজী। ওরাইতো Strikeটা করালে!

ঝুন। বাবা হামি জানে। লেকিন একছাথ করে বেছি আদমীকো নোটিচ্ দেবেনতো লালঝাণ্ডাওয়ালা জিন্দাবাদ ছুরু কোরবে।

যো যো আদমী Dangerous বুঝিয়ে লেবেন, ও আদমীকো একঠো দোচ ধরিয়ে লিয়ে—আজ এক আদমী, ছ'মাহিনা বাদ দোছরা, আবার ন'মাহিনা বাদ তেছরা, ব্যাচ্, খতম্ করিয়ে দেবেন। এক এক আদমীকো ডিস্‌মিস্ কোরতে হোলে ভালো Ground বানিয়ে লেবেন।

মুখাৰ্জ্জী। (মাথা নাড়ে)

নকুল। বুঝতে পেরেছি শেঠজী। অর্থাৎ Living fish Keeping in an earthen pot with water, and then one by one cut according to managements will, এইতো ?

ঝুন। (হেসে) আপনি চালাক আদমী আছেন, ছব বুঝিয়ে গেছেন।

(নেপথ্যে অস্পষ্ট দরজা-জানালা ভাঙা ও কান্নার আওয়াজ শোনা যায়)

মুখাৰ্জ্জী। (উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে) কিসের গণ্ডগোল।

নকুল। (এগিয়ে গিয়ে) তাইতো।

মুখাৰ্জ্জী। আমাদের কম্পাউণ্ডেইতো মনে হয়।

নকুল। হাঁ, তাইতো দেখছি।

মুখাৰ্জ্জী। (নকুলকে) শিগ্‌গির দেখে আসুনতো ব্যাপার কি ?

(গণ্ডগোল আরও একটু স্পষ্ট হয়। নকুল প্রস্থান করে। অস্থিরচিত্তে মুখার্জ্জী পায়চারী করতে থাকে)

ঝুন। (ভয়ে চক্ষু ছানাবরা হয়ে গেছে) লেকিন খুন-জখম হইলো নাকি। মুকুরজী, দরজা বন্ধ করিয়ে আসুন। জয় সীয়ারাম

জয় সীয়ারাম। Compound মোধে কম্যুনিষ্ট ঘুচিয়ে পড়লো নাকি। (উঠে দাঁড়ায়)

মুখার্জ্জী। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আপনি বসুন।

(ঝুনঝুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আবার বসে। মুখার্জ্জী বাইরের দরজা বন্ধ করে আবার প্রবেশ করে)

ঝুন। নীচে দাড়োয়ান রাখিয়েছেন তো।

মুখার্জ্জী। (বিরক্ত হয়ে ঈষৎ উচ্চস্বরে) কোথায় দারোয়ান। সবাই Strike করেছে। নকুলই দারোয়ান, মুহুরী, ম্যানেজার সব।

ঝুন। মুছকিল হোলো। আগে জানলে হামার কোলকত্তা কুঠি থেকে দু'চারঠো দারোয়ান আনিয়ে লিতাম।

(মুখার্জ্জী পায়চারী করছেই।)

ঝুন। যাই বোলেন মুকুরজী, আজ হামি চলিয়ে যাবো। দারোয়ান নাই, গুণ্ডা-উণ্ডার দল চটিয়ে আছে —

মুখার্জ্জী। (ঝাঁঝাঁলে স্বরে) বেশতো যাবেন।

(নেপথ্যে নকুল "দরজা খুলুন" "দরজা খুলুন" বলে দরজায় ধাক্কাতে থাকে)

ঝুন। কো—ন্!

(ভয়ে চীৎকার করে ঝুনঝুনিয়া বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। ওদিকে নকুল বলতে থাকে "আমি নকুল, দরজা খুলুন—দরজা খুলুন"। মুখার্জ্জী দরজা খুলে দিলে নকুল হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে)

নকুল। (হাঁপাতে হাঁপাতে) Sir—Sir, সর্ব্বনাশ হয়েছে Sir। একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

মুখাৰ্জ্জী। (ঈষৎ তপ্তস্বরে) কি হয়েছে খুলে বলতে পারেন না ?

নকুল। Sir পরেশ গাঙ্গুলী--Sir পরেশ গাঙ্গুলী—

মুখাৰ্জ্জী। (প্রায় চীৎকার করে) পরেশ গাঙ্গুলী কি ?

নকুল। মিল ছেড়ে চলে গেছে।

মুখাৰ্জ্জী। (সমস্ত উত্তেজনা যেন মুহূর্ত্তে বিলীন হয়ে যায়। গম্ভীরভাবে) চলে গেছে !

নকুল। শুধু তাই নয় Sir, কাঁচের দরজা, জানালা, আলমারী সমস্ত ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে চলে গেছে।

মুখাৰ্জ্জী। (গম্ভীরভাবে) আপনি নিজে দেখে এলেন ?

নকুল। গেটের রেষ্টুরেণ্টওয়ালা বললে। ব্যাপারটা না বুঝে Sir এগুতে সাহস হল না।

মুখাৰ্জ্জী। (যেন যন্ত্রচালিতের মত টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর থেকে নিবের কলমটি ধরে) মিলটা সত্যি ডুবেই গেলো !

(কথা বলতে বলতে মুখাৰ্জ্জীর হাতের চাপে কলমের নিবটি ভেঙ্গে গেল। নকুল ম্রিয়মাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কি ভেবে বাইরের দিকে পা বাড়ালে) ·

মুখাৰ্জ্জী। দাঁড়ান্—কাজ আছে

(গট্‌গট্‌ করে মুখাৰ্জ্জী ভেতরে চলে যায়। নকুল কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে, তাকিয়ে থাকে)

পৰ্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

মাধব গাঙ্গুলীর বাড়ী। বেলা প্রায় দশটা বেজে গেছে। ঘরের দরজা খোলা। ভোলানাথ আঙ্গিনায় পা ঝুলিয়ে দাওয়ায় বসা। আঙিনায় বদন, কালিকা, খেদু মিঞা, ফাগুয়া প্রভৃতি মিলের শ্রমিকেরা মাটিতেই বসে আছে। প্রতিবেশীও কেউ কেউ বসে আছে—আবার কেউ বা খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। সকলেই মলিন ও বিষণ্ণ।

ভোলা। বনের পশু-পাখীরও মনে হয় একটা ধর্ম্ম আছে। কিন্তু মানুষের বুঝি তাও নেই কালিকা।

কালিকা। আপনি পরেশবাবুর কথা বলছেন।

ভোলা। চুলোয় যাক্ পরেশ, আমি বলছি ঠাকুরভাইয়ের কথা। আমার তিরিশ বছরের সাথী, আজ চুপ করেই চলে গেল। ডেকে শেষ বিদায়টুকু পর্য্যন্ত নিলে না!

(কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মোছে)

কালিকা। ওকথা আর ভেবে কি হবে ভোলাদা। যে গেছে সেতো গেছেই।

ফাগুয়া। (কাঁদো কাঁদো স্বরে) বোলতে হোবে ভাই। ভোলাবাবুকে বোলতেই হোবে। হামার বুক ফাটিয়ে যাচ্ছে।

ভোলা। রোগে ভুগে মরতো দুঃখ ছিল না, কিন্তু এমন অপঘাত মৃত্যু হবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

খেদু। এমন করে মদ খেলো, অথচ কেউ বাধা দিলে না?

(এখান থেকে খানিকটা অংশ অন্যভাবেও
অভিনয় করা যায়। শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ভোলা। কে আর বাধা দেবে বল। রাত দশটার পরে আমি এসে গেছি। দেখলাম ঠাকুরভাই দরজায় খিল্ এটে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাচ্ছে। আমায় দেখে বললে, "ভোলাভাই, আমি বাদশা ব'নে গেছি সরাপ খাবোনা। পরেশ আমাকে মসনদে বসিয়েছে।" দরজা খুলতে বললাম, খুললো না। বরং মাতলামী দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমি বিরক্ত হয়ে চলে গেলাম। তারপর শেষ রাতে একটা বিকট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দৌড়ে এসে দেখি···সব · শেষ। (ভোলানাথ কেঁদে ফেলেছে)

খেন্তু। ভোলাদা' ভালো মানুষ সংসারে বেশী দিন টেকে না।

কালিকা। সত্যি, আমাদের মত মানুষ মরেও মরে না।

(মলিন মুখে সুলতানের প্রবেশ)

ফাগুয়া। এই যে সুলতান ভাই, পোরেচবাবুর সঙ্গে দেখা হল।

সুলতান। না। সকালে খবর পেয়েই যে পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে কোন দিকে বেরিয়েছে কেউ তা' বলতে পারলে না।

ভোলা। পরেশের বউ আর কুট্টুস ?

সুলতান। আমি ওপরে উঠিনি। শুনতে পেলাম মেয়েটা চীৎকার করে কাঁদছে।

ভোলা। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে) কুট্টুসকে বড় ভালবাসতো !

কালিকা। মুস্কিল হল। দত্তবাবুও নেই—

খেন্তু।—দত্তবাবু এখানে নেই ?

সুলতান। কাল কলকাতা গেছে। আজ ভোরেইতো আসার কথা। এসে এ খবর পেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসবেন।

কালিকা। তা'হলে আর বসে থেকে লাভ কি—

ভোলা।—থাকতেই হবে। জ্ঞাতিকুটুম না থাকলে কি শ্মশানযাত্রা সম্ভব ?

(নেপথ্যে বিরাজ দত্ত উৎফুল্লভাবে "গাঙ্গুলী মশাই" "গাঙ্গুলী মশাই আছেন" বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে। সবাইকে ও ভাবে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যায়)

বিরাজ। একি, তোমরা সবাই এখানে, এই অবস্থায় ? গাঙ্গুলী মশাইর অসুখ নাকি ?

ভোলা। (কেঁদে ফেলে) ঠাকুরভাই চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছে দত্তবাবু, আর তাকে পাবেন না।

বিরাজ। সেকি! কখন, কি হয়েছিল ?

কালিকা। পরেশবাবু কাজে যোগ দিয়েছে শুনে গেছেন তো ?

বিরাজ। হাঁ।

কালিকা। বোধহয় সেই দুঃখ সইতে না পেরে সারারাত মদ খেয়েছে। তারপর অতিরিক্ত নেশায় ফুস্ ফুস্ ফেটে গেছে।

ভোলা। আপনি বড় ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন; দেখে আসুন রক্তের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে ঠাকুরভাই।

বিরাজ। উঃ।

(বিরাজ দরজার কাছে গিয়ে ঘরের ভেতরে একবার তাকিয়েই ধীরে ধীরে আঙিনায় নেবে আসে)

বিরাজ। কী রক্ত! এ দৃশ্য দেখা যায় না!

ফাগুয়া। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) ভগওয়ান্!

বিরাজ। (যেন আপন মনে বলে যেতে থাকে) ঢেউগুলো ভেঙ্গে চুড়মাড় করে' দিয়ে নদীর বুক চিরে ষ্টীমার চলে যায়। রেখে যায় তার গতিপথের একটা মসৃণ রেখা, যেটা খানিক বাদেই আবার ঢেউয়ের ভেতর বিলীন হয়ে পড়ে। কিন্তু গাঙ্গুলীমশাই আমাদের মাঝখানে যে রেখা টেনে গেলেন তা' সহজে বিলীন হবার নয়! (পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে ফেলে। পকেট থেকে একখানা খাম বের করে) ষ্টেশন থেকে আসছি, পথে নকুল চক্রবর্ত্তী এই চিঠিখানা দিলে। পড়েই যার কাছে ছুটে এলাম, তাকে আর পেলাম না!

(খামখানা আঙিনায় ফেলে দেয়। কালিকা পড়তে থাকে। সুলতান, খেদু, বদন, প্রভৃতি কালিকাকে ঘিরে বসে)

ভোলা। কিসের চিঠি দত্তবাবু।

বিরাজ। কোম্পানী বিনাশর্ত্তে আমাদের প্রধান তিনটে দাবী'ই মেনে নিয়েছে।

ভোলা। তা হলে Strike মিটে গেল?

বিরাজ। বোধহয় তাই।

ভোলা। (উন্মুক্ত দরজার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে) Strike মিটে গেল ঠাকুরভাই, কিন্তু তুমিতো মিটিয়ে নিলে না!

(পত্রের মর্ম্ম শুনেও সবাই গম্ভীর ভাবে বসে থাকে। হঠাৎ উস্কখুস্ক চেহারা, অবিন্যস্ত চুল, প্রায় পাগলের মত পরেশ প্রবেশ

করে। সবাই পথ ছেড়ে দেয়। পরেশ বরাবর ঘরের ভেতরে চলে যায়। বিরাজ ও ভোলানাথ ব্যতীত সবাই পরেশকে ঘরে ঢুকতে দেখে দরজায় ভিড় করে। ভোলানাথ চোখ মুছতে থাকে। বিরাজও সজল চোখে ভোলানাথের পাশে দাওয়ায় বসে। পরেশ চীৎকার করে কাঁদতে থাকে)

পরেশ। দাদা—দাদা - তুমি জিতে গেছ—দাদা—কথা কও। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি দাদা, ক্ষমা কর—কথা কও। দাদা—দাদা - ।

(পরেশের আর্তনাদ শুনে বিরাজ সবাইকে ঠেলে ঘরে প্রবেশ করে।)

বিরাজ। পরেশ—পরেশ—শোন।

পরেশ। আমায় শাস্তি দাও দাদা। কথা কও - দাদা। আমি হেরে গেছি। কথা কও—দাদা।

(মাঝে মাঝে বিরাজের সান্ত্বনার ভাষা শোনা যায়)

ভোলা। (চোখ মুছতে মুছতে)
কাঁদ হতভাগা, প্রাণ ভরে কাঁদ—!
(ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে)

—যবনিকা—

বিঃ দ্রঃ—(যে মঞ্চে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ও দৃশ্যাবলী সেটের সাহায্যে দেখাবার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে শেষ দৃশ্যটি নিম্নলিখিত উপায়েও অভিনয় করা চলবে। দৃশ্য পরিবর্ত্তনটি বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখাতে না পারলে এই অংশটি বাদ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়)

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

(পূর্ববর্ণিত দৃশ্যের অবশিষ্টাংশ)

*　　*　　*　　*　　*

খেদু। এমন করে মদ খেল অথচ কেউ বাধা দিলে না।

ভোলা। কে আর বাধা দেবে বল। তখন রাত প্রায় দু'টা।......

(সহসা মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। মুহূর্ত্তকাল পরেই দেখা যায় দুপুররাত্রে মাধব গাঙ্গুলীর শূন্য আঙিনা। মাতাল অবস্থায় জ্ঞানশূন্য হয়ে মাধব গাঙ্গুলীর এলোমেলো প্রলাপ ও মাঝে মাঝে নিশাচরের অস্তিত্বের ঘোষণা যেন প্রকৃতির নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে' দিচ্ছিল··।

ঘরের ভেতরে টিম্ টিম্ করে জ্বলছে একটা কেরোসিনের বাতি। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। শুধু শিক লাগানো জানালা দিয়ে দেখা যায় ঘরের সবকিছু···)

মাধব। (যেন অভিনয় করে যাচ্ছে)

ভেবে দেখ মন কী অপূর্ব্ব বিধির লিখন।
ছিলি উচ্চশির—হ'লি নতশির বিধির বিধানে।
দীর্ঘকাল ধরি' ঝড়ঝঞ্ঝা পরিহরি
　　　　　　যে বৃক্ষ রোপিলি
সুধামৃত ফললাভ তরে ; আজ সেই ফল তোর
কালকূট বিষ হয়ে প্রবেশিল জঠর মাঝারে !

(একটী লণ্ঠন হাতে ভোলানাথ প্রবেশ করে এবং জানালা দিয়ে মাধবের উন্মত্ততা দেখে)

ভোলা। ঠাকুরভাই ঠাকুরভাই।

মাধব। (উচ্চৈস্বরে) কে।

ভোলা। আমি ভোলা, দরজা খোল।

মাধব। খুলবো না।

ভোলা। খুলতে হবে। খোল।

মাধব। (জানালার কাছে দাঁড়ায়) চোখ রাঙাচ্ছ কাকে? মাধব গাঙ্গুলী কখনো রক্তচোখের ভয় করে না জানো? উপরে একমাত্র খোদা ভিন্ন কারো কাছে সে মাথা নত করেনি বা করবেও না।

ভোলা। ঠাকুরভাই তোমার হাত-পা ধরছি, মিনতি করছি, খোল। ইস্—অতগুলো বোতল শেষ করেছ!

মাধব। খেয়েছি—হাঁ খেয়েছি। আরো খাবো। খাবো না? পরেশ আমায় মসনদে বসিয়েছে সরাপ খাবোনা। হাঃ হাঃ হাঃ — (উন্মত্তের মতন হাসি এবং হাসির শেষ অংশে যেন একটু কান্নার আভাস পাওয়া যায়। জানালার শিকে মাথা ঠেকিয়ে মুখ নীচু করে যেন আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে ফেলে।)

ভোলা। ঠাকুরভাই, প্রায় রাত শেষ হতে চললো, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো, দরজা খোল।

মাধব। (গর্জ্জে ওঠে) চোপরও কামবক্ত। একটি কথা বললে জিব উপড়ে ফেলবো।

ভোলা। তা' ফেল, কিন্তু এ ভাবে পাগল হলেতো চলবে না।

মাধব। আমি পাগল……। পাগলই বটে……। কিন্তু কেন এমনটা হল। যদি না হত ….যদি আজ এ ব্যাপারটা না হত ….. তা'হলে ভোলাভাই এ ধর্ম্মঘটের ইতিহাস হত অন্যরূপ।

ভোলা। তাইতো বলছি সুস্থ হও। দরজা খোল ; তারপর তোমার কর্ত্তব্য স্থির করো।

মাধব। আমার কর্ত্তব্য। আমার কর্ত্তব্য ঠিক করেছি। ইউনিয়নের প্রত্যেকটি সর্ব্বহারাকে একত্রিত করে এমন আগুন আমি জ্বালিয়ে তুলবো যার লেলিহান শিখা মুখার্জ্জীর স্বপ্নসৌধকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। আমি দেখে নেবো কত শক্তি ধরে ঐ মুখার্জ্জী আর কত বড় বেইমান ঐ পরেশ… ·।

ভোলা বেশতো তা'হলে দরজা খোল।

মাধব। জানো ভোলাভাই, পিতা ছিলেন আমার ভাগ্যবান পুরুষ। মরে বেঁচে গেছে। দেখছ না—এক ছেলে মাতাল আর এক ছেলে বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। অপূর্ব্ব এ সন্তানযুগল। (আবার গ্লাস তুলে ঢক্ ঢক্ করে কিছু খেয়ে নেয়)

ভোলা। যত পারো পাগলামী করো। আমি রাতদুপুরে পাগলামী দেখতে আসিনি।

(ভোলানাথ ফিরে যেতে আরম্ভ করে)

মাধব। (জানালার শিক দুহাতে ধরে বলতে থাকে) ভাই সব ! নিজে না খেয়ে ছোট ভাইদের আর খাইও না। তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর, তারা সব শিশু শয়তান………ওঃ ……। তার চেয়ে তাদের বুকের ওপর রেখে কুচি কুচি করে কেটে ফেল……… কুচি কুচি করে কেটে ফেল……।

(হঠাৎ মাধব কাশতে কাশতে বিকট

চীৎকার করে পড়ে যায়। ভোলানাথ শব্দ শুনে দৌড়ে এসে জানালা দিয়ে তাকিয়েই দুম্‌দাম করে দরজা ভাঙতে থাকে। মঞ্চ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে)

*   *   *   *   *

ভোলা। ......তারপর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি সব শেষ!

কালিকা। ভোলাদা, ভালো মানুষ সংসারে বেশীদিন টেঁকে না।

(পরবর্ত্তী অংশ পূর্ব্ববর্ণিত শেষ দৃশ্যে দ্রষ্টব্য)

·যবনিকা—